পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩০৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 280 Thursday, 10 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৮০ সংখ্যা ❋ ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বীরভূমে জমি দখল, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস বাউল সম্রাটকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ জমি দখলের অভিযোগ জানাতে এ বার সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতর দরবার'-এ গেলেন পূর্ণদাস বাউল এবং তাঁর ছেলে দিব্যেন্দুদাস বাউল। পরে তাঁরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। জানিয়েছেন, তাঁদের জমি ফেরতের ব্যবস্থা করা হবে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরে পূর্ণদাস বলেন, ''উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।'' দিব্যেন্দুও বলেন, ''উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে জমিটা ফেরত পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এ নিয়ে উনি জেলাশাসকের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। কী ভাবে ফেরতের ব্যবস্থা করা যায়, তা নিয়ে কথা বলেছেন। আর উনি বলেছেন, উনিই একটা অ্যাকাডেমি করে দেবেন ওখানে।'' পূর্ণদাস বাউলের অভিযোগ, ইলামবাজারের কামারপাড়া এলাকায় তাঁদের যে চার বিঘা জমি রয়েছে, তা দখল করে রেখেছেন সুকুল টুডু নামে এক ব্যক্তি। বার বার বলেও সেই জমি উদ্ধার করা যায়নি। এই অভিযোগ নিয়ে গত আগস্ট মাসেই বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পিতা-পুত্র। এ নিয়ে এই সময় অনলাইন সেই সময়ে জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওঁরা এসেছিলেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' জমিটি পুনরুদ্ধার করে সামাজিক কাজে ব্যবহার করতে চান পূর্ণদাস বাউল। তিনি আগেই

● এরপর ৬ পাতায়...

'যাদবপুরে বেদপাঠ, হনুমান চালিশা পাঠ করতে ফের আসব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আয়োজিত 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা' কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংবাদমাধ্যমের একাংশকে চাঁচাছোলা ভাষায় নিশানা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার মিছিল শেষে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী গেরুয়া পতাকা ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সুর চড়ান তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং এক সংবাদপত্রের শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দচয়ন নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''গেরুয়া নিয়ে কোনও অপশব্দ বলা বা লেখার আগে অন্তত পাঁচবার ভাববেন। গেরুয়ার অপমান এই বাংলা বরদাস্ত করবে না। আর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বসে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ফ্রি প্যালেস্টাইন কিংবা কিষাণজীর লাল সেলাম জানানোর দেশবিরোধী গ্যাংকে কীভাবে সাফ করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তা ভালভাবেই জানে।'' রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতাকে রোখার ইঙ্গিত দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, দেশের ভেতরে থেকে যারা রাষ্ট্রের ক্ষতি করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের আধ্যাত্মিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে জবাব দিতে তিনি ভবিষ্যতে যাদবপুর প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী গীতা পাঠ ও হনুমান চল্লিশা পাঠের আয়োজন করবেন। রাজনৈতিক

যাত্রার স্মৃতি ও ২০২৬-এর পরিবর্তন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি পণ করেছিলাম ২০১১-তে রাজ্যে কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটাব। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০২৬-এ এই জামাত সরকারের পতন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সরকার গড়ার পণ করেছিলাম। আপনাদের সমর্থনে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।'' উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে, যেখানে রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিল নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ''যাদবপুর যা ঋষি অরবিন্দ ও জাতীয়তাবাদের পূণ্যভূমি, সেখান থেকে দেশবিরোধী সংস্কৃতি, সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয়দাতাদের শিকড়সমেত উপড়ে ফেলার সংকল্প নিয়েছি।'' উল্লেখ্য, রাখি পূর্ণিমার বিকেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে '১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম' গাওয়ার কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের একাধিক সাম্প্রতিক বিতর্কিত ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর বুধবার দ্বিতীয় দফায় 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা' করলেন তিনি। রাখির দিনের কর্মসূচিতে যোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস তো বটেই, নিশানা করেছিলেন এককালীন সিপিএম শাসনকেও। অভিযোগ করেন, কমিউনিস্টদের আমলে এই প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরের ছবি ঠাঁই পেত না। তারা নেতাজিকে 'তোজোর কুকুর' এবং রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া কবি' বলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলিতে 'থ্রেট কালচার' বা ভয় দেখানোর পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করারই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উচ্চশিক্ষায় বড় সিদ্ধান্তের পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দেশবিরোধী কার্যকলাপ এবং গেরুয়া পতাকার অবমাননা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না- বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের ঠিক আগে এভাবেই সুর চড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আয়োজিত 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা'র শেষে জনসভায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশের শব্দচয়ন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার বিধানসভায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিল আনছে সরকার। রাজনৈতিক এই উত্তাপের মধ্যেই আগামী বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পেশ হতে চলেছে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬'। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাওয়া এই বিলে রাজ্য অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এক রাজ্য, এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই নীতি আনা হলেও শিক্ষা মহলে এটি ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। আইনটির সমর্থনে একটি অংশের যুক্তি, এই ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান অধ্যাপকদের পরিষেবা পাবে, যা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান বাড়াবে। তবে উল্টো সুর শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও গবেষকদের গলায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা) এই বিলের ঘোর বিরোধিতা করে জানিয়েছে, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাযত্তশাসন ও শিক্ষকদের চাকরি সুরক্ষার ওপর সরাসরি আঘাত। সংগঠনের মতে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ম ও নিয়োগ শর্ত থাকে, যা উপেক্ষা করে নতুন শর্ত চাপানো আইনসম্মত নয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থা, গবেষণার কাজ, গবেষণাগারের সরঞ্জাম পরিচালনা এবং পিএইচডি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। পাশাপাশি, ইউজিসি-র মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং সমালোচকদের ওপর এই আইনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন শিক্ষক নেতৃত্ব। এখন দেখার সরকার বিধানসভায় কোন চমক দেখায়।

গাড়ির ভিতরেই বিস্ফোরণ, লালকেল্লা হামলায় 'ফিদায়েঁ' ছক

৭৫০০ পাতার চার্জশিটে কী জানাল এনআইএ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি একটি পরিকল্পিত আত্মঘাতী হামলা। বুধবার চার্জশিট পেশ করে জানাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত জঙ্গি মডিউলের অন্যতম সদস্য উমর উন নবী নিজেই গাড়ির ভিতরে বসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল বলে দাবি করেছে এনআইএ। এনআইএ-এ চার্জশিটে জানিয়েছে, দিল্লির ঘটনায় একটি ব্যবহৃত পুরোনো গাড়ি কিনে সেটিকে 'ভেহিকেল-বোর্ন ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস'-এ পরিণত করা হয়েছিল। উমর নবী এবং তার সহযোগীরাই মূলত এই গাড়িটি জোগাড় করে। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত নমুনা ও ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে উমরের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গাড়ির ভিতরে থাকা একটি 'কম্যান্ড মেকানিজম'-এর সাহায্যে এই আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই মামলায় মোট ৭,৫০০ পাতারও বেশি দীর্ঘ চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। এই হামলায় যুক্ত ১০ জনেরও বেশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, বিস্ফোরক আইন এবং অন্যান্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিস্ফোরণে মূল হামলাকারী

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের আপ্তসহায়কের অ্যাকাউন্টে ১৫ কোটির রহস্যজনক লেনদেন!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় চাঞ্চল্যকর মোড়। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা পড়ার বিস্ফোরক দাবি করল রাজ্য সরকার। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানিতে রাজ্য জানায়, গত জুন মাসেই সুমিতের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা! শালবনি জমি কেলেঙ্কারিতে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আর্জি আগেই খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। বুধবার রাজ্যের পক্ষে জোরালো সওয়াল পেশ করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সুমিতের অ্যাকাউন্টে জমানো বিপুল এই ১৫ কোটি টাকার উৎস সম্পূর্ণ সন্দেহজনক। এই রহস্যজনক টাকার জট ছাড়াতে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। এর আগের শুনানিতে সুমিত তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য প্রশাসন। নগদ টাকা জমা পড়ার বিষয়ে সুমিত উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন কি না - তা খতিয়ে দেখতে গত শুনানিতে রাজ্য পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের লিখিত রেকর্ড পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বুধবার আদালতে সেই জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও এবং লিখিত বয়ান জমা দেয় রাজ্য। সলিসিটর জেনারেল দাবি করেন, লিখিত রেকর্ড

● এরপর ৬ পাতায়...

বড়বাজারে ভেজাল ওষুধের খোঁজে লালবাজার ও ড্রাগ কন্ট্রোলের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ খাদ্য ভেজালের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ওষুধে কারচুপির বড়সড় চক্র ভেস্তে দিতে ময়দানে নামল প্রশাসন। বুধবার সকাল থেকেই উত্তর কলকাতার গুণমান খতিয়ে দেখতে শুরু করেন তদন্তকারীরা। ভুয়ো বা নিম্নমানের ওষুধ খোলা বাজারে ছড়িয়ে পড়া রুখতেই এই ঝটিকা সফর বলে খবর পুলিশ সূত্রে। তবে কেবল ওষুধই নয়, শহরবাসীকে সুস্থ রাখতে

ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার এলাকায় শুরু হয় কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকদের চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক ফার্মাসিউটিক্যালসের দোকানে ঢুকে ওষুধের রসিদ, ব্যাচ নম্বর ও খাদ্য দফতরও এখন চরম কঠোর মেজাজে। গত সপ্তাহজুড়ে মহানগরীর নানা প্রান্তের নামী-দামি সব খাবারের দোকানে হানা দিয়ে ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় কলকাতা পুরসভার কর্তাদের। শহরের ছোট-বড় কোনও রেস্তোরাঁতেই মেলেনি

● এরপর ৬ পাতায়...

ঘোষণা হল বিজেপি-র রাজ্য কমিটি, তালিকায় শুভেন্দু-তাপস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সর্বভারতীয় স্তরে দলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথমবার রাজ্যে পা রাখতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর এই হাই-প্রোফাইল বঙ্গ সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে মুরলীধর সেন লেনে। ঠিক এই বঙ্গ সফরের আবহে বুধবার পদ্মশিবিরের তরফে ঘোষণা করা হল ২৬৩ সদস্যের এক বিস্তৃত রাজ্য কমিটি। নব্য প্রকাশিত তালিকায় স্থান পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাপস রায়ের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা। এছাড়া অগ্নিমিত্রা পাল ও শঙ্কর ঘোষের উপস্থিতি থাকলেও, চোখ টানছে অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের অনুপস্থিতি। দলীয় সূত্রের খবর, দুই দিনের এই সফরকালে মূলত বিভিন্ন স্তরের সংগঠকদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠকে বসবেন বিজেপির শীর্ষ নেতা। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে টানা ২৫ বছর মেয়াদের পূর্তি স্মরণে 'সেবা সংকল্প অভিযান' শীর্ষক যে মাসব্যাপী জনসংযোগ প্রকল্প রূপায়িত হবে, তা রূপায়ণের কৌশল স্থির করাই তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। পাশাপাশি, রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ পরখ করে বিধানসভা উপনির্বাচন ও পুরভোটের ব্লু-প্রিন্টও তৈরি করবেন অল-ইন্ডিয়া প্রধান। এই মরশুমে বাংলার জমি শক্ত করতে তাঁর এই কর্মসূচিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে দেখছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। এর আগেই অবশ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তালিকা পুনর্বিন্যাস করে নীতিন

● এরপর ৬ পাতায়...

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে জোরালো নিম্নচাপ!

দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জোড়া প্রভাবে ফের কাঁপতে চলেছে রাজ্য। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি পূর্ণাঙ্গ নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। একই সঙ্গে মৌসুমী অক্ষরেখা দিঘার ওপর দিয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই জোড়া ফলা বজায় থাকার দরুন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কায় উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নামতে স্পষ্ট নিষেধ করেছে প্রশাসন। এই সতর্কবার্তা কার্যকর থাকছে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা-তিন উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্যই। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে। আজ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা বজায়

● এরপর ৬ পাতায়...

এখনও মেলেনি প্রতীক, নির্দল হিসাবেই নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে লড়ার প্রস্তুতি 'ঋতব্রত' তৃণমূলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম। রাজ্যের দুই হেভিওয়েট কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রথম বার ভোট ময়দানে সম্মুখসমরে নামতে চলেছে তৃণমূলের দুই শিবির। কালীঘাটপন্থী তৃণমূল যে ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীকে ওই দুই কেন্দ্রেই লড়বে সেটা প্রত্যাশিতই ছিল। এবার ঋতব্রত তৃণমূলও উপনির্বাচনে লড়াইয়ের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দিল। যদি নিতান্তই তৃণমূলের প্রতীক না মেলে, তাহলে নির্দল হিসাবে লড়াই করার প্রস্তুতিও সেরে রাখছে ঋত শিবির। অন্তত রাজ্য বিধানসভায় 'আসল' তৃণমূলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান তেমনটাই জানালেন। আখরুজ্জামান বুধবার জানিয়েছেন, দুই কেন্দ্রেই তাঁরা প্রার্থী দেবেন। দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে প্রার্থীদের নাম চাওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা প্রার্থী হবেন। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর সেই নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে। আখরুজ্জামানের সাফ কথা, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নামেই তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঘাসের উপর জোড়াফুল

প্রতীকেই তাঁদের প্রার্থীরা মনোনয়ন দেবেন। তবে শেষ পর্যন্ত যদি নির্বাচন কমিশন তাঁদের অর্থাৎ অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলকে প্রতীক না দেয়, তাহলে প্রার্থীরা নির্দল হিসাবে কমিশন যে প্রতীক দেবে, তাতেই লড়াই করবেন। নিয়ম অনুযায়ী, একসং একাধিক প্রার্থী এক দলের প্রতীকে মনোনয়ন দিতে পারেন। শেষমেশ দলের তরফে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়, তিনিই দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষেত্রে দলের আসল মালিক কে, সেটা নিয়েই আসল তর্ক। যদিও কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, কমিশনের খাতায় এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তৃণমূলের চেয়ারপার্সন। ঋতব্রতরা প্রতীক চেয়ে যে আবেদন করেছিলেন, সেই মামলা এখনও কমিশনের খাতায় বিচারাধীন। তাই সেই ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত কালীঘাটের প্রার্থীদের প্রতীক পেতে সমস্যা হবে না। ঋতব্রত শিবিরও সম্ভবত সেটা বুঝতে পারছে। সেকারণেই যদি শেষমেশ প্রতীক না মেলে, তাহলে নির্দল হিসাবেই লড়তে প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে আখরুজ্জামান জানিয়েছেন, ''আমরা উপনির্বাচনে প্রার্থী দেব। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় আমরা লিখে দেব, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। প্রতীক ঘাসের উপর জোড়াফুল। তবে কমিশন যদি প্রতীক জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত প্রতীক আমাদের হাতে তুলে না দেয়, তাহলে আমাদের প্রার্থীরা নিজে থেকেই নির্দল হয়ে যাবেন। আমরা নির্দল হিসাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।''

ভারত সফরে প্রিন্স রহিম আগা খান পঞ্চম

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিজারি ইসমাইলি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা প্রিন্স রহিম আগা খান পঞ্চম বুধবার থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত সফরে থাকবেন। উপরাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) তিনি উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।উল্লেখ্য, ৫০-তম ইমাম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রিন্স রহিম আগা খান পঞ্চমের এটিই প্রথম ভারত সফর। তিনি নিজারি ইসমাইলি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ইমাম।বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে আগা খান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এ ছাড়া তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। ভারত সফরকালে তিনি আহমেদাবাদ, মুম্বই এবং হায়দরাবাদেও যাবেন। এই শহরগুলিতে আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ভূকম্পন, কেঁপে উঠল নেপালও

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ তিব্বত সীমান্তে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নেপালের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির ক্ষত কাটতে না কাটতেই ভূকম্পন। তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন নেপালে রিখটার স্কেলে ৫.৩ মাত্রার তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ এই ভূমিকম্পের জেরে সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩৮ মিনিটে এই কম্পনটি অনুভূত হয়। এর উৎসস্থল ছিল তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া নেপালের পার্বত্য এলাকা। এই কম্পনের রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার ভোরে কেঁপে ওঠে তিব্বত ভূখণ্ড। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভোরে অনুভূত হওয়া এই কম্পনের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৩।

ব্রাহ্মণী নদীতে তলিয়ে যাওয়া কিশোরীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে

বীরভূম, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল ১১ বছরের এক কিশোরীর নিথর দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানা এলাকার গোপালপুর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কিশোরীর নাম অর্পিতা মণ্ডল।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে গ্রাম সংলগ্ন ব্রাহ্মণী নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিল অর্পিতা। স্নান সেরে ওঠার সময় অসাবধানতাবশত পা হড়কে নদীর গভীর জলে তলিয়ে যায় সে। ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ কিশোরীর সন্ধানে নদীতে তল্লাশি শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারীরা। তবে সোমবার সারা দিন চেষ্টা চালিয়েও তার কোনও সন্ধান মেলেনি।গত মঙ্গলবার সকালে নিখোঁজ কিশোরীর খোঁজে নদীতে নামানো হয় স্পিডবোট। দীর্ঘ তল্লাশির পর দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাবলাডাঙ্গা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় নদীর ধারে একটি বাঁশের ঝোপে আটকে থাকতে দেখা যায়.অর্পিতার মৃতদেহ। খবর পেয়ে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কিশোরীর মৃত্যুতে তার পরিবার ও গোটা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের জনসেবার যাত্রা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে ' সেবা সংকল্প অভিযান' চালাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বুধবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন জানান, প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন, সুশাসন ও রাষ্ট্রনির্মাণের ২৫ বছরের যাত্রা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।দলের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে 'সেবা সংকল্প অভিযান' সম্পর্কে নিতিন নবীন জানান, ২০২৬ সালের ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হবে। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত 'জনসেবা থেকে রাষ্ট্রসেবা'র সংকল্প নিয়ে তিনি নিরন্তর দেশের সেবা করে চলেছেন।তিনি বলেন, এক সাধারণ কর্মী থেকে দেশের 'প্রধানসেবক হয়ে ওঠার যাত্রাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পথচলা। তাঁর স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, দৃঢ় সংকল্প এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ভাবনা ভারতকে নতুন দিশা দিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মর্যাদা ক্রমাগত বেড়েছে।বিজেপি সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের যুবসমাজের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছেন। ভারত বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। সেখানে যুবকেরা শুধু চাকরিপ্রার্থী নন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হিসেবেও উঠে আসছেন। অন্যদিকে, 'খেলো ইন্ডিয়া' ও 'ফিট ইন্ডিয়া'র মতো অভিযান যুবসমাজকে নতুন শক্তি দিয়েছে।তিনি বলেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ' বেটি বচাও, বেটি পড়াও' থেকে ' লাখপতি দিদি' এবং ' শক্তি বন্দন আইন'-এর মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে ' ভারতের প্রথম গ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়ন ও সম্মানের ক্ষেত্রে নতুন পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রাম মন্দির, কাশী বিশ্বনাথ করিডর-সহ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়নেও নতুন গতি এসেছে।নিতিন নবীন জানান, ' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর সময় দেশজুড়ে রক্তদান শিবির, স্বচ্ছতা অভিযান এবং বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। বিজেপি কর্মীরা জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জনসেবা ও আত্মনিবেদনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবেন।তিনি জানান, আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ' জ্যোতি কলশ যাত্রা' বের হবে। বারাণসী থেকে বড়নগর পর্যন্ত এই সেবা যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। ' সেবা সংকল্প অভিযান' চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ১৭ সেপ্টেম্বর রক্তদান শিবির আয়োজন করা হবে এবং ওই দিন সন্ধ্যা ৭টায় ' সেবা দিয়া' জ্বালানো হবে।

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সাক্ষা শচীন পাইলটের, একাধিক বিষয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্জাবে কংগ্রেসের ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর রাহুল ও প্রিযাঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শচীন পাইলট। গতস মঙ্গলবার তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিযাঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।দলীয় সূত্রে খবর, এ দিন সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয়। শচীন পাইলট রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পাঞ্জাব কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি, দলীয় নেতাদের মধ্যে সমন্বয, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত পঞ্জাব সফর নিয়েও কথা হয়েছে।উল্লেখ্য, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সম্প্রতি শচীন পাইলটকে পঞ্জাবের ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। শচীন পাইলট ভূপেশ বাঘেলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। পঞ্জাবে দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর দাযিত্ব এখন শচীন পাইলটের ওপর।

কলকাতা হাই কোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ রবীন্দ্র ভি ঘুগের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা হাই কোর্ট পেল স্থায়ী প্রধান বিচারপতি। বুধবার সকাল ১০টায় হাই কোর্টের এক নম্বর আদালতকক্ষে নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগেকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আর এন রবি। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু-সহ বিশিষ্টরা।এত দিন কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের প্রায় এক মাস পর শনিবার কেন্দ্রীয় সরকার বম্বে হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগেকে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে।১৯৯০ সালে ছত্রপতি সম্ভাজীনগরের এমপি ল' কলেজ থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেন ঘুগে। ওই বছরই বম্বে হাই কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুতে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকদের হয়ে প্রায় দুই হাজার মামলায় সওয়াল করেন। পাশাপাশি প্রায় ২৫০ টি কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থার হয়েও আদালতে সওয়াল করেছেন তিনি।

হাসপাতালে আচমকা বিধায়ক, রোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা

হুগলি , ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আরামবাগ প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ। গত মঙ্গলবার হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখে চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন তিনি।এদিন পরিদর্শনের সময় রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন বিধায়ক। চিকিৎসা পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা কেমন-সেই বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে জানতে চান তিনি। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের পরিস্থিতি পরিদর্শনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গেও পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন হেমন্ত বাগ। সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত ও সহজলভ্য করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয .এদিন।বিধাযক জানান, জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। রোগীদের সুবিধা ও চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উপর নজর রাখা হবে।জনসেবায় সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন আরামবাগের বিধায়ক।

পিএম-জেএওয়াই বাস্তবায়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আয়ুস্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে সবার জন্য সহজলভ্য, উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ কমানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি গত সোমবার সামাজিক মাধ্যমে জানান, পশ্চিমবঙ্গে আয়ুস্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।রাজ্যে ৩.২৩ কোটিরও বেশি উপভোক্তা এখন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমার আওতায় নথিভুক্ত হয়েছেন।পশ্চিমবঙ্গের ৩১,৫৪১জন আর্থিকভাবে দুর্বল সহনাগরিক আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা যোজনায় তালিকাভুক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও পর্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন।রোগাক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, পরিযায়ী শ্রমিক এবং চিকিৎসার প্রয়োজন থাকা ৭১৬ জন মানুষ রাজ্যের বাইরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উন্নত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে আয়ুস্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে নির্বিঘ্নে ভর্তির ও চিকিৎসার সুফল পেয়েছেন বা পাচ্ছেন।

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ KIR/Engg./41 of 2026, তারিখঃ 31-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) ডালখোলা-এ ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড এবং কম্প্রেস্ড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৬০কেজি/ ৬০ই১আর ২৬০/৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। (খ) রাধিকাপুরে-এ ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড এবং কম্প্রেস্ড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। (গ) গলগলিয়া-এ ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবুল মেথড এবং কম্প্রেস্ড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,০৮,৪১১.০৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮৬,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং মণ্ডলে সহযোগী এসএণ্ডটি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএনটি-৩০-এলএমজি- ২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৭-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের আরআরবি গুয়াহাটিতে প্রস্তাবিত নতুন জি + ১ ভবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী এসএণ্ডটি কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৩২,২৯,৫২৫.১৭ টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৪,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ RNY-EL-T-09-2026-27, তারিখঃ 02-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ RNY-EL-T-09-2026-27; কাজের নাম ঃ গোরেশ্বরে - প্ল্যাটফর্ম নং. ২-কে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত উঁচু করা ও সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৫২,২৮,১০৯.৬৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৪,৬০০.০০ টাকা।ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৯/২০২৬, তারিখ ঃ ০২-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ ইএলসি-জেএজি-০৫-২৬-২৭-এসআরআরপি; কাজের নাম ঃ সিভোক রংপো (এনএল) প্রজেক্টের সাথে সম্পর্কিত দুই বছরের সময়কালের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি (ভিআইপি ও স্টেশন), কালীঘাট ও ভবানীপুর/কলকাতা, খেলগাঁও/দিল্লি, গ্যাংটক এবং দার্জিলিং-এ সিই, ডিওয়াই. সিই, ডিওয়াই. সিএসটিই, ডিওয়াই. সিইই, এসআর. এএফএ/সিওএন অফিস এবং নিউ জলপাইগুড়িতে সমস্ত কনস্ট্রাকশন এসআর. সাবঅর্ডিনেট অফিস ইত্যাদিতে রেলওয়ে অফিসার্স রেস্ট হাউসেস (কনস্ট্রাকশন ইউনিট) -এর ৪১৫ ভি/২৩০ ভি সিস্টেমের ওয়্যারিং সহ ডিজি সেট এবং ১১/০.৪৩৩ কেভি ইলেকট্রিক্যাল সাবস্টেশন (দার্জিলিং ও গ্যাংটক), এইচটি ও এলটি ওএইচ/ইউজি নেটওয়ার্ক, ইনডোর ও আউটডোর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসেটসমূহের সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্যাংটক ও দার্জিলিং-এ ২টি লিফট (থাইসেন লিফট) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮৫,৮৮,২৫৫.৮২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৭১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডেপুটি সিইই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 460/PWD/ROAD/BMC (2nd Call), Dated : 09/09/2026
(ii) NIT No. 461/PWD/ROAD/BMC (2nd Call), Dated : 09/09/2026
(iii) NIT No. 462/PWD/ROAD/BMC (2nd Call), Dated : 09/09/2026
(iv) NIT No. 463/PWD/ROAD/BMC (2nd Call), Dated : 09/09/2026
(v) NIT No.2020/PHE(C)/BMC (2nd Call), Dated : 09/09/2026

e-Tender has been invited for (i) to (iv) Repairing and upgradation of bituminous road, Construction of Concrete road and drain with cover slab (v) Annual maintenance of water tanker at different locations Under BMC.

For details, please follow [Tender Id (i) 2026_MAD_1041405_1 to 3 (ii) 2026_MAD_1041416_1 (iii) 2026_MAD_1041410_1 to 3 (iv) 2026_MAD_1041413_1 (v) 2026_MAD_1041402_1 to 2] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board.

Last Date of Bid Submission : (i) and (iv) 23/09/2026 upto 3.00 p.m. (ii) and (v) 16/09/2026 upto 3.00 p.m. (iii) 03/10/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

আচমকা স্কুল পরিদর্শনে বিডিও, পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে খেলেন মিড ডে মিল

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আচমকাই স্কুলে হাজির বিডিও। পরিদর্শনের পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মিড ডে মিল খেলেন তিনি। বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর এমনই ছবি দেখা গেল বীরভূমের মুরারই-১ ব্লকে। এদিন দুপুরে পলসা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাহিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আচমকা পরিদর্শনে যান মুরারই-১ ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক। স্কুলে পৌঁছেই মিড ডে মিলের রান্নার মান, খাবারের পরিমাণ এবং রান্নার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন তিনি। শুধু পরিদর্শনেই থেমে না থেকে পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে একই খাবার খান বিডিও। তাঁর এই উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। এরপর কাহিনগর লক্ষ্মীমণি বিদ্যাপীঠেও পরিদর্শনে যান বিডিও। সেখানে প্রায় ১৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মিড ডে মিল রান্না হলেও খাবারের পরিমাণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি রান্নার গুণমান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বিষয়টি নিয়ে স্কুলের টিআইসির কাছে জানতে চান বিডিও। টিআইসি জানান, রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং নির্ধারিত পরিমাণ তাঁর পক্ষ থেকে যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রান্নার দায়িত্বে থাকা গ্রুপের মহিলাদের গাফিলতির কারণেই খাবারের পরিমাণ ও গুণমানে সমস্যা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এরপরই রান্নার দায়িত্বে থাকা ওই গ্রুপের মহিলাদের পরিবর্তনের নির্দেশ দেন বিডিও বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ এবং খাবারের গুণমান কোনওভাবেই যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেন তিনি। এদিনের আচমকা স্কুল পরিদর্শনে বিডিওর সঙ্গে ছিলেন মুরারই-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিপ্লব শর্মা, শিক্ষা কর্মদক্ষ দোস্ত মোহাম্মদ, ফাল্গুনী সিংহ-সহ পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। প্রশাসনের এই আচমকা পরিদর্শনে স্কুলের মিড ডে মিলের বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার ঘটনাটিও এদিন বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

নেতাজির আইএনএ মেডেল থেকে ব্রিটিশ আমলের মুদ্রা, ইতিহাসের হাতছানিতে বর্ধমান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির একটি মেডেল, স্বাধীনতা সংগ্রামীর লেখা বলে মনে করা একটি হাতে লেখা চিঠি, শতাব্দী প্রাচীন দ্য স্টেটসম্যান-এর একটি কপি, ব্রিটিশ আমলের মুদ্রা, দুর্লভ ডাকটিকিট এবং স্বাধীনতার পরের প্রথম দিকের মুদ্রা-এমন নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন এক ছাদের তলায় দেখা যাবে বর্ধমান কয়েন এক্সপোতে। আগামী ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর শহরে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার বর্ধমান প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুষ্ঠানের কথা জানান অন্যতম উদ্যোক্তা রবি সেবক। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র কয়েন ও মুদ্রার প্রদর্শনী নয়। কাছ থেকে ইতিহাসকে অনুভব করারও একটি সুযোগ। প্রদর্শনীতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যুক্ত নানা স্মারক থাকবে। পাশাপাশি ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন এবং পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার নিয়ে একটি বিশেষ টাইমলাইনও প্রদর্শিত হবে। থাকবে দুর্লভ মুদ্রা, পুরনো নোট, ডাকটিকিট এবং স্বাধীনতার পরের প্রথম দিকের সংগ্রহযোগ্য মুদ্রা। পুরনো কয়েন ও নোটের নামে আর্থিক প্রতারণা নিয়েও সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। রবি সেবক বলেন, দুর্লভ কয়েন ও পুরনো নোটের নামে বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। তাই কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর ইতিহাস ও প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। স্মার্টফোনের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আকর্ষণের সময়ে তাদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলাও এই প্রদর্শনীর অন্যতম লক্ষ্য। শিশুরা মোবাইলের পরিবর্তে যদি এক ঘণ্টাও এই দুর্লভ জিনিসগুলি দেখে, তাহলে দেশের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে, বলেন সেবক। সংগ্রাহকদের কাছে পুরনো একটি কয়েন শুধু ধাতুর টুকরো নয়-তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি সময়ের ইতিহাস। তিন দিনের এই এক্সপো সেই ইতিহাসকেই নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা।

উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

দেহরাদূন , ৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ড জুড়ে দুর্যোগের ঘনঘটা। বুধবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার দেহরাদূন, তেহরি গাড়োয়াল, নৈনিতাল, বাগেশ্বর এবং পিথোরাগ। জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার দেহরাদূন, তেহরি, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, নৈনিতাল, বাগেশ্বর ও পিথোরাগড়ে রয়েছে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার রয়েছে দেহরাদূন, বাগেশ্বর এবং উত্তরকাশীতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। রবিবার বাগেশ্বর ও পিথোরাগড় সহ অন্যান্য পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে ধস নামা, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি হবে নিম্নাঞ্চলে জল জমার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৫৬-কেআইআর-এআরকিউ-২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-জেপিজি-টিওআই-২১৪-২৬-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনে তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩- ২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	রায়গঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২১৯-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	আররিয়া কোর্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান
এএ/৪	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে ষ্টেশনে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা প্রদান

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৯-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১১.০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া , নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ০৩ বছর সময়সীমার জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। ক্যাটালগ নং ঃ পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-২৪। অকশন শুরুর তারিখ/সময় ঃ ১৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। ক্রমিক নং ও লট নং; স্টেশনের নাম ঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-টিডব্লু-২৯৯-২৬-১ (পার্কিং – দুই চাকার); বর্দ্ধমান, (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-টিডব্লু-২৮২-২৫-১ (পার্কিং – দুই চাকার); বারুইপাড়া-II, (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিকেএইচ-এমএক্স-টিডব্লু-২৩৬-২৬-১ (পার্কিং – মিশ্র); গুসকরা। অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। (HWH-324/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BARIJAHATTY GRAM PANCHAYAT
(under Chanditala-II Panchayat Samity)
Vill-Barijahatty, PO & PS – Chanditala

NIE-T No. (1) 410/BGP/TENDER/2026, Dated: 09.09.2026

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Construction of CC Drain. Date of application for Tender Form on any working day from 09.09.2026 to 18.09.2026 up to 2.30 PM. Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before 18.09.2026 02.30 PM. Date of Opening of Tender 21.09.2026 on 11.00 AM. For details please visit office of the undersigned or website https://tenders.wb.gov.in

Sd/- Pradhan
Barijahatty Gram Panchayat

রাশিফল

মেষঃএমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে- যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন- বিনোদন এবং আমোদপ্রমোদে আপনাকে আয়েস করতে সাহায্য করবে। শুভদিনহবে।
বৃষঃ আজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি ইতিবাচক ও শুভ দিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম হবে
মিথুনঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। টাকা বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে।
কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিযে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বৃশ্চিকঃ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক সময়। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন এবং আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে
ধনুঃ আজ আপনি শক্তি ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। এই দিনটি আপনার সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। প্রেম হবে
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্য ও নিষ্ঠার প্রতীক হযে. উঠবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কুম্ভঃ আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। প্রেম আসবে
মীনঃ আজ আপনার জীবনে নতুন সূচনার ইঙ্গিত রয়েছে। আপনার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করবে, যা আপনাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিতে সম্প্রীতি ও মাধুর্য বজায় থাকবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে সান্তি হবে

আবহাওয়া

মৌসুমি অক্ষরেখা আর ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বুধবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে কমতে পারে বৃষ্টির পরিমাণ, তবে পুরোপুরি থামবে না। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায়. সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বুধবার ভারী বর্ষণ হতে পারে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তবে শুধু এই জেলাগুলিই নয়, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যু-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দমকা হাওয়ার গতিবেগও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হতে পারে। এর পরে চলতি সপ্তাহে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই।উত্তরবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবারে ঝড়বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে। তবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। নিচের দিকের জেলাগুলিতে আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তিও থাকবে। তার পরে ফের বৃষ্টির দুর্যোগের মুখে পড়তে পারে একবারে উত্তরের দিকের জেলাগুলি। শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে। শনিবারও দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বজ্রবিদ্যু-সহ ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫১মিনিটে হতে পারে।

ডেঙ্গু আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে আরোগ্য বার্তা পৌঁছে দিলেন পুর কমিশনার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডেঙ্গু আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে আরোগ্য বার্তা পৌঁছে দিলেন হাওড়া পুরনিগমের কমিশনার তেজস্বী রানা। বুধবার হাওড়া পুরনিগমের ১৭, ২৯ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে মোট পাঁচজন ডেঙ্গু আক্রান্তের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি চিকিসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেন পুর কমিশনার। আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ‘Get Well Soon’ বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘নিউট্রিশিয়াস ফুড’ সম্বলিত পুষ্টিকর খাবারের কিট। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুরনিগমের কাজও সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। কোথাও যাতে ‘ফিভার ক্লাস্টারিং’-এর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে বিষয়ে আধিকারিকদের বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন। এদিন বিভিন্ন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মশা নিয়ন্ত্রণ এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে চলা পুরনিগমের কর্মসূচিও পরিদর্শন করেন তেজস্বী রানা। পুরনিগম সূত্রে খবর, আগামী দিনে অন্যান্য ওয়ার্ডের ডেঙ্গু আক্রান্তদের বাড়িতেও গিয়ে তাঁদের হাতে পুষ্টিকর খাবারের কিট তুলে দেওয়া হবে। এদিনের কর্মসূচিতে পুর কমিশনারের সঙ্গে সচিব, ওএসডি (হেলথ)-সহ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষ খুব খুশী হয়েছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

শহর ও শহরতলী

অবসরের দেড় মাস আগেই অপসারিত যাদবপুরের রেজিস্ট্রার, ৬ মাসের দায়িত্বে অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ অবসরগ্রহণের আর মাত্র মাস দেড়েক বাকি। তার আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সেলিম বক্স মণ্ডলকে। রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সিদ্ধান্তের পর উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অপসারণ সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তাঁর জায়গায় আগামী ছয় মাসের জন্য রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজি দত্তকে। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসার পদেও নতুন নিয়োগ করা হয়েছে। ওই দায়িত্বে আসছেন ইংদ্রজি বংঃদ্যাপাধ্যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার উত্তেজনা ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দিন পনেরো আগেই জিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং এবিভিপির মধ্যে অশান্তির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয় চাপানউতোর। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘ আখড়া বলেও মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই অশান্তির আবহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। শাসকদল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন অধ্যাপক তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বলেও জানা যায়। বিভিন্ন বিষয়ে রেজিস্ট্রারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। এরই মধ্যে অবসরের কিছুদিনের ব্যবধানে রেজিস্ট্রার পদ থেকে তাঁর অপসারণের সিদ্ধান্ত সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আর এন রবির তরফে সেলিম বক্স মণ্ডলকে রেজিস্ট্রার পদ থেকে সরানোর বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশিকা পাঠানো হয়। সেই নির্দেশিকায় অপসারণের কারণও উল্লেখ করা হয়েছে বলে খবর। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়। সেই নির্দেশেই নতুন রেজিস্ট্রার এবং ফিনান্স অফিসার নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়েছে। নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজি দত্ত। তবে এই দায়িত্ব স্থায়ী নয়। আপাতত ছয় মাসের জন্য তাঁকে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ফিনান্স অফিসার পদে ইংদ্রজি বংঃ দ্যাপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক স্তরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন ঘটল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সেলিম বক্স মণ্ডলের অবসরগ্রহণের সময়ও খুব কাছেই। আগামী অক্টোবরের শেষেই তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। অর্থা অবসরগ্রহণের আনুমানিক মাস দেড়েক আগেই তাঁকে রেজিস্ট্রার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এই সময়ের ব্যবধান নিয়েই প্রশাসনিক ও বিশ্ববিদ্যালয় মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের দাবি, অবসরের এত অল্প সময় আগে এই অপসারণের সিদ্ধান্ত কার্যত শাস্তিমূলক পদক্ষেপেরই ইঙ্গিত বহন করছে। যদিও প্রশাসনের তরফে বিষয়টিকে সেভাবে দেখা হচ্ছে না। প্রশাসন সূত্রে দাবি, রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের ইচ্ছা এবং প্রচলিত নিয়ম মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থা অপসারণের ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম হয়নি বলেই প্রশাসনিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য। ফলে সেলিম বক্স মণ্ডলকে সরানোর সিদ্ধান্তকে ঘিরে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জল্পনা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে নিয়ম মেনেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। নতুন রেজিস্ট্রার দেবজি দত্ত আগামী ছয় মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাবেন। একইসঙ্গে ফিনান্স অফিসার পদে ইংদ্রজি বংঃ দ্যাপাধ্যায়কে নিয়োগও কার্যকর হচ্ছে। ফলে সাম্প্রতিক অশান্তি ও বিতর্কের আবহের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় এই বড়সড় পরিবর্তন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

১৫ বছর পর আন্তর্জাতিক সংসদীয় মঞ্চে বাংলার স্পিকার

সৈকত দাস,কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় দেড় দশকের ব্যবধানের পর ফের আন্তর্জাতিক সংসদীয় মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি। সেখানে অনুষ্ঠিত হতে চলা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির স্পিকারদের সম্মেলনে অংশ নেবেন রথীন্দ্র বসু। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার নেতৃত্বাধীন প্রায় ৭০-৮০ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে এই সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। আন্তর্জাতিক এই মঞ্চে বিভিন্ন দেশের আইনসভা, সংসদীয় গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সংসদ পরিচালনার ঐতিহ্য ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা বিনিময়েরও সুযোগ থাকবে। প্রায় ১৫ বছর পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কোনও স্পিকারের আন্তর্জাতিক সংসদীয় মঞ্চে উপস্থিতিকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক-দুই দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলার সংসদীয় ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক চর্চা এবং রাজ্যের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।এই সফর প্রসঙ্গে রথীন্দ্র বসু বলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে গর্বের বিষয়। এটি শুধু একটি দায়িত্ব নয়, বাংলার কণ্ঠস্বর এবং বাংলার সম্ভাবনাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একটি

সুযোগ।কেপটাউন সফরের পর রথীন্দ্র বসুর গন্তব্য আমেরিকা ও ব্রিটেন। সেখানে তাঁর কর্মসূচি শুধুমাত্র সংসদীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তিনি মতবিনিময় করবেন এবং বাংলার উন্নয়নে তাঁদের আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাবেন। বিদেশের মাটিতে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে তাঁর মূল বার্তা হবে-বাংলায় আসুন, বাংলায় বিনিয়োগ করুন। ভারী শিল্প ও কারখানার পাশাপাশি শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পর্যটনের মতো ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। রথীন্দ্র বসুর কথায়, আমি সকলকে বলব, বাংলায় আসুন, পশ্চিমবঙ্গকে দেখুন এবং রাজ্যের উন্নয়নে অবদান রাখুন। বর্তমানে রাজ্যে বিনিয়োগ টানা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই প্রেক্ষাপটে স্পিকারের বিদেশ সফরে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিনিয়োগের আহ্বানকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি এই সফরের মাধ্যমে বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরারও সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে বিদেশে দেওয়া বিনিয়োগের বার্তা শেষ পর্যন্ত কতটা বাস্তব বিনিয়োগ প্রস্তাবে পরিণত হয়, তার উপরই এই উদ্যোগের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে। আন্তর্জাতিক সংসদীয় মঞ্চে বাংলার প্রতিনিধিত্ব থেকে শুরু করে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ-সব মিলিয়ে রথীঃদ্র বসুর ১৯ দিনের এই বিদেশ সফর তাই একাধিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মদ্যপ অবস্থায় পুজো মণ্ডপে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আনন্দে মদ্যপ অবস্থায় আর ঢোকা যাবে না মণ্ডপে। মদ্যপ দর্শনার্থীদের প্রবেশ রুখতে এ বার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের ঐতিহ্যবাহী চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোসব সমিতি। পুজোর মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই করা হবে ব্রেথলাইজার পরীক্ষা। পরীক্ষায় কোনও দর্শনার্থী মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন বলে ধরা পড়লে তাঁকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুজো কমিটি। চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোসব সমিতি দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম পরিচিত পুজো। এ বছর তাদের পুজোর ভাবনা ‘পদ্ম দিঘির ঘাটে’। পুজো কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তৃতীয়া থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত মণ্ডপে কোনও মদ্যপ দর্শনার্থীকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ পুজোর শুরু থেকে বিসর্জনের পরের সময় পর্যন্তই এই নিয়ম কার্যকর থাকবে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা এবং পুজোর পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে আয়োজকরা।

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্য জুড়ে তিনটি মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি আজ রেল মন্ত্রকের ০৩ (তিন)টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে, যার মোট ব্যয় ১০,৭৮৩ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ক. খড়গপুর - ঝাড়সুগুড়া (বাগদেহি) চতুর্থ লাইন খ. কাটনি - পেন্ড্রা রোড চতুর্থ লাইনগ. বিলাসপুর (উসলাপুর) - পেন্ড্রা রোড ৩য় লাইনলাইনের বর্ধিত ধারণক্ষমতা চলাচলকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের পরিচালনগত দক্ষতা এবং পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রস্তাবনাগুলি কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল করতে এবং যানজট কমাতে প্রস্তুত। এই প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘নতুন ভারত’ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে সেখানকার মানুষকে ‘আত্মনির্ভর’ করে তুলবে এবং তাদের কর্মসংস্থানস্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।এই প্রকল্পগুলি পিএম-গতি শক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত হযেছে, যেখানে সমন্বিত পরিকল্পনা এবং অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মাল্টি-মোডাল সংযোগ ও লজিস্টিকস দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি মানুষ, পণ্য এবং পরিষেবার চলাচলের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করবে। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্য জুড়ে ১৪টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে এই তিনটি প্রকল্প ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্ককে প্রায় ৬৫৬ কিলোমিটার বাড়িয়ে দেবে। প্রস্তাবিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলি সংযোগকে প্রায় উন্নত করবে। ৪,৭৯০টি গ্রাম, যেগুলোর জনসংখ্যা প্রায় ৫৬ লক্ষ। প্রস্তাবিত এই সক্ষমতা বৃদ্ধি দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র, যেমন-তারাতারিণী মন্দির, শ্রী ক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দির (ঝাড়সুগুড়ার নিকটবর্তী প্রাচীন মন্দির), বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ, বিরাটেশ্বর মন্দির, অমরকন্ট ক মন্দির, জ্বালেশ্বর ধাম, আচানাকমার টাইগার রিজার্ভ, খুটাঘাট বাঁধ, মালহার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, রতনপুর মহামায়া মন্দির ইত্যাদির সাথে রেল যোগাযোগ উন্নত করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো কয়লা, সিমেন্ট , লোহা ও ইস্পাত ইত্যাদির মতো পণ্য পরিবহনের জন্য অপরিহার্য পথ। এই সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের ফলে বছরে অতিরিক্ত ২৭ এমটিপিএ (মিলিয়ন টন) পণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি হবে। রেলপথ একটি পরিবেশবান্ধব ও শক্তি-সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হওয়ায় এটি দেশের জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও পরিবহন খরচ কমানো, তেল আমদানি হ্রাস (প্রায় ১২ কোটি লিটার) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস (প্রায় ৬২ কোটি কেজি) করতে সাহায্য করবে, যা ২.৪৮ কোটি গাছ লাগানোর সমতুল্য।

আইটি কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণায় যুক্ত উত্তরপাড়ার যুবক

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া,৯ সেপ্টেম্বর ঃ নাম করা মাল্টি ন্যাশনাল আইটি কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণায় যুক্ত উত্তরপাড়ার যুবক। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাফল্য। চন্দননগর পুলিশের সাইবার গোয়েন্দাদের জালে ১২ জন অভিযুক্ত,যাদের বয়স ২২ থেকে ৪৫ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর,উত্তরপাড়ার এক যুবক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করে নামজাদা মাল্টি ন্যাশনাল আই টি কোম্পানীতে চাকরি করতেন। তারপর চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণায় হাত পাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড প্যান কার্ড চেক বই ব্যাঙ্কের পাশ বই,তিনটে মোবাইল সাতটা মোবাইলের সিম উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তরা গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে সাইবার প্রতারণা করত। সেই অভিযোগ আসার পরই তদন্ত শুরু করে চন্দননগর পুলিশের সাইবার থানা। ডিসি ডিডি রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান,যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বাড়ি বিভিন্ন জায়গায়। তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম আমরা জানাচ্ছি না এখনই। তাদের নিজেদের ভেতর পরিচয় ছিল আবার কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা নয়। তবে তাদের অপরাধের কৌশল টা একই রকম। কখনো হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজে লিংক পাঠিয়ে সেটার মাধ্যমে প্রতারণা। আবার কাউকে উপকারের অছিলায় প্রতারণা চলে। কিছুটা জামতারা গ্যাং স্টাইলে এই প্রতারণা চক্রে আরো বহু লোক যুক্ত থাকতে পারে। যেহেতু এদের নেটওয়ার্ক গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে তাই পুরো গ্যাংকে ধরা সময় সাপেক্ষ। ঠিক কতজনের থেকে কত টাকা প্রতারণা করেছে প্রতারকরা অভিযোগ এখনো পর্যন্ত দায়ের হয়নি। মানুষকে বারবার সচেতন করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনভাবেই যেন এদের ফাঁদে পা না দেওয়া হয়। কোন অপরিচিত লোককে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না বলেন ডিসি ডিডি।

১২১ বছরে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, প্রতিষ্ঠা দিবসে হাওড়া জোনের একাধিক সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,৯ সেপ্টেম্বর ঃ ১২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একাধিক সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও গ্রাহক সংযোগমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার হাওড়া জোন। ‘Relationship Beyond Banking’ ভাবনাকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। হাওড়া জোনে আয়োজিত প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার রিনচেন ওংমু ভুটিয়া এবং ডেপুটি জোনাল ম্যানেজার অমিত কুমার মণ্ডল। ব্যাংকের ১২১ বছরের পথচলা এবং গ্রাহক ও সমাজের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের বিষয়টি অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাওড়া জোনের পক্ষ থেকে Healer Aid NGO-এর সহযোগিতায় দক্ষিণেশ্বরে ৪০ জন শিশুর জন্য স্কুল ব্যাগ ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। শিশুদের হাতে স্কুল ব্যাগ ও প্রয়োজনীয় Educational Kit তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সাপুইপাড়া জনতা আদর্শ বিদ্যালয়কে-কে একটি KENT Water Purifier প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়টি ব্যাংকের বালি বাজার ব্রাঞ্চ-এর সঙ্গে যুক্ত। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের অংশ হিসেবে FGMO Kolkata-এর উদ্যোগে একটি বিশেষ Customer Meeting-এরও আয়োজন করা হয়।

সমুদ্রভাঙনে বিলুপ্তির পথে শালকাঠের কটেজ

নিজস্বংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর, ৯ সেপ্টেম্বরঃ তীব্র সমুদ্র ভাঙনের জেরে ধ্বংসের মুখে গঙ্গা সাগরের ঐতিহ্যবাহী শাল কাঠের কটেজ। একসময় পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই সুদৃশ্য বাংলো। বর্তমানে কটেজটির নীচের ভিটেমাটি ক্রমশ ধসে পড়ায় সেটি কার্যত বিলুপ্তির পথে। কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তির এমন পরিণতিতে ক্ষোভ ছ়ায়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনা এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার পাশাপাশি ইকো-ট্যুরিজমকে কেন্দ্র করে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই শালকাঠের কটেজটি।

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০ সিউডস, সিউডস দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই-৪০০ ৭০৬

ঋণগ্রহীতার প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিরাপত্তা স্বার্থ (বাস্তবায়ন) বিধিমালা ২০০২ এর বিধি ৯(১)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে (ক) কলামে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত(গ) কলামে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধকদায়বদ্ধ ছিল, সেই সুরক্ষিত সম্পদের দখল ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক (ঘ) কলামে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণদাতা, নিম্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী যেমন আছে যেখানে আছে,যেমন আছে যা আছে এবং যা কিছু আছে ভিত্তিতে সুরক্ষিত সম্পদসমূহ বিক্রয় করবেঃ- এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) বন্ধকদাতা(গণ) আইনানুগ উত্তরাধিকারী, আইনানুগ প্রতিনিধি (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), নির্বাহক(গণ), প্রশাসক(গণ), উত্তরসূরি(গণ) এবং স্বত্বগ্রহীতা(গণ)-কে (মৃত), যেমনটি (ক) কলামে উল্লিখিত আছে, ধারা অনুযায়ী জানানো হচ্ছে। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৯(১) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য,অনুগ্রহ করে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট দেখুন অথবা আপনি ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন authroisedofficer@unitybank.co.in, মুকেশ চৌধুরী (mukesh.choudhary@unitybank.co.in) (৯৩৪৩৯৭৬৬১৮) প্রণব (pranav@unitybank.co.in) (৮৩৯৪৯২৬৪২০) শুভজিৎ (subhajit.naskar@unitybank.co.in) (৯৮৮৩৫৪৩৮৫৪) আশিস দাস (ashis.das@unitybank.co.in) (৭০০৩৬০৩৭৬৩)

[A]		[B]	[C]	[D]	[E & F]
ক্রম নং	ঋণ হিসাব নম্বর / নামঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ)	বকেয়া / আদায়যোগ্য (সুরক্ষিত)ঋণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / জামানতকৃত সম্পদ	দখলের ধরণ	সংরক্ষিত মূল্য(টাকায়) / বিক্রয়ের তারিখ
	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর(গুলি)ঃ USFB511GCTL000002084 ১.মেসার্স এস ডি এন্টারপ্রাইজেস (এর স্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে স্বাক্ষর) ২. সুপার রিট্রেডস (এর স্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে স্বাক্ষর) ৩. সুপ্রিম টায়ার্স (এর স্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে স্বাক্ষর) ৪. জয়দীপ দাস ৫. মহুয়া দাস ৬. সৌমেন দত্ত ৭. দীপালি দত্ত ৮. সুদর্শন দাস ৯. শর্মিলা দাস নম্বর ১ এর জন্য যোগ করুনঃ পি সি চন্দ্রের অধীনে জুয়েলারি অ্যাপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, লক্ষ্মী নারায়ণ এভিনিউ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩. **নম্বর ১, ৪, ৫, ৮ এবং ৯ এর জন্য যোগ করুনঃ** ১৭০ অপকার গার্ডেন, জিটি রোড, পশ্চিমবর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবনি, পশ্চিমবেঙ্গল ৭১৩৩০৪. **নম্বর ১** এর জন্য যোগ করুনঃ ফ্ল্যাটনং -Ud060 501 ষষ্ঠীর ৫ম তলায়,উদয়ন দ্য কন্ডোভিল, অজয় নগরের কাছে,এম বাইপাস, প্রাঙ্গণ - ১০৫০১, মৌজা- রাজাপুর, নং- ২৩, আরএস প্লট নং- ১০২৮, পো সন্তোষপুর, Ps- পূর্ব যাদবপুর (জরিপপার্ক), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫। **নম্বর ২**-এর জন্য যোগ করুনঃ G.T.G.T রোড, রোড ইস্টুশাগ্রাম, পশিমবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩. এর জন্য যোগ করুন **ক্রম নং ৩ঃ** গ্রাউন্ড, সেনরালেগ রোড, ৬১৩,বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান,কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেটের কাছে, পশ্চিমবেঙ্গল ৭১৩৩০৫. **নম্বর ৬ ও ৭** এর জন্য যোগ করুনঃ ভিল-বাবুরাম টলি, রাঁচি, বুন্দু, ঝাড়খণ্ড ৮৩৫২০৪	৪,৬০,২০,৫০৩.১০-টাকা (চার কোটিষাট লক্ষ বিশহাজার পাঁচশত তিন এবংদশ পয়সা মাত্র)০৫১১২০২৫ তারিখ অনুযায়ী	উক্ত জমির সম্পূর্ণ অংশ যা২০২৭ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো দ্বারা আচ্ছাদিত।এবং ৩৮০৫ বর্গফুট পরিমাপের সংলগ্ন জমি।অর্থাৎ মোট ৫৮৩২ বর্গফুট, যা ০৮ কাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুটের সমতুল্য, যা অন্তর্ভুক্ত এবং যা সি.এস. খতিয়ান নং ৪৪৮০-এর অধীনে সি.এস. প্লট নং ৩৩-এর অংশ, যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৯৯২-এর অধীনে আর.এস. প্লট নং ৬৪২-এর অনুরূপ,আসানসোল মৌজা পৌরসভা, জে.এল. নং ২০, থানা আসানসোল (দক্ষিণ) চৌকি এবং এডিএসআর আসানসোল, জেলা পশ্চিমবর্ধমান-এর মধ্যে অবস্থিত, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রযেছে পশ্চিম ব্লকএবং যা উক্ত এ তফসিলভুক্ত তিনতলা ভবনের অংশ,যা মুখোমুখি জি.টি. রোড সংলগ্ন, যার মধ্যে রযেছেনিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত কাঠামোঃ নিচতলাঃএকটি অর্ধ-ঘর, একটি আচ্ছাদিত বারান্দা যার আচ্ছাদিত ক্ষেত্রফল ১৩৯১ বর্গফুট এবংজি.টি. রোডমুখী খোলা জায়গা যার পরিমাপ ২২৮ বর্গফুট এবং সম্পূর্ণ কাঠামোঃকোনো দেয়াল নেই এবং শুধুমাত্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত যার আচ্ছাদিত ক্ষেত্রফল ৪০৮ বর্গফুট এবংউক্ত অসম্পূর্ণ কাঠামোর নিচে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট। প্রথম তলা মূল কাঠামো অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর,একটি খাবার ঘর, একটি বৈঠকখানা, একটিরান্নাঘর, একটি পূজার ঘর, দুটি শৌচাগার যার পরিমাপ ১৩৯১ বর্গফুট। একটি খোলা বারান্দা যার পরিমাপ ২২৮ বর্গফুট এবং অসম্পূর্ণ কাঠামোঃকোনো দেয়াল নেই এবং শুধুমাত্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত যার আচ্ছাদিত ক্ষেত্রফল ৪০৮ বর্গফুট দ্বিতীয় তলাঃ মূল কাঠামো অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি বৈঠকখানা, একটি রান্নাঘর, একটি পূজার ঘর, দুটি শৌচাগার, একটি ছোট ঘর, যার আচ্ছাদিত এলাকা ১৪৬৩ বর্গফুট, একটি আচ্ছাদিত বারান্দা যার আচ্ছাদিত এলাকা ১৫৬ বর্গফুট এবং একটি খোলা ছাদ যা ভবনের প্রথম তলার অসম্পূর্ণ কাঠামোর উপর দ্বিতীয় তলার ছাদসহ নির্মিত। (অর্থাৎ তৃতীয় তলার খোলা ছাদ)উক্ত সম্পত্তিটি এএমসি-র ২ নং ওয়ার্ডের ১৭০ নং হোল্ডিং, এপিকার গার্ডেনের অংশ। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ - **পূর্ব**- টি দাসের বাড়ি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, **পশ্চিমঃ**- এএমসি সিসি রোড, **উত্তরঃ**- জয়দীপ দাসের বাড়ি,**দক্ষিণঃ** - জি. টি রোডগুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্যঃসম্পত্তির জমির এলাকা এর আয়তন ৩৮০৫ বর্গফুট এবং সেই জমিতে জি২ ও টেরেস নির্মিত হয়েছে, কারণ সম্পত্তিটি ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ‘‘যেমন আছে তেমন ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে। কোন ভিত্তিতে?’’	শারীরিক দখল	৪,০০,০০,০০০-টাকা (চার কোটি টাকা মাত্র) ২৮.০৯.২০২৬ **টোকেন / আর্নেস্ট প্রাপ্তির শেষ তারিখ টাকা ও কেওয়াইসি / টেন্ডার ফর্ম -২৫-সেপ্টেম্বর-২৬** **টোকেন মানি / ইএমডি - ১,০০,০০,০০০/- টাকা(এক কোটি মাত্র)**

ঋণচুক্তি অনুসারে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ এবং পরিশোধ ওঅথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, মাশুল ইত্যাদি।

তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষর /-অনুমোদিত কর্মকর্তা
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

GRETEX

গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

৯০, ফিয়ার্স লেন, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১২
ফোনঃ ০৩৩ ২২৩৬ ০০৮৩ ওয়েবসাইট ঃ www.gretexindustries.com
ই-মেইল আইডিঃ gil@,gretexcompliance.in সিআইএনঃ L17296WB2009PLC136911

ডাকযোগে ব্যালট ও দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন)-এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলী, যদি থাকে, এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং বিধি ২২ তকালে বলব থাকা এর যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(সমূহ) বা পুনঃপ্রবর্তন(সমূহ) সহ (বিধিমালা)-এর বিধানাবলী অনুসারে এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে, অতঃপর, ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ পরিপত্র নং ১৪২০২০, ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পরিপত্র নং ১৭২০২০, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের পরিপত্র নং ০৯২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের পরিপত্র নং ০৯২০২৪, এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের পরিপত্র নং ০৩২০২৫-এর সাথে পঠিতব্য অনুসারে, সচিবালয় মান-২ (এসএস-২) কার্যকর হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা ২০২৫ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে MCA সার্কুলার হিসাবে উল্লিখিত) (যার মধ্যে বর্তমানে বলব থাকা এর যেকোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রবর্তন অন্তর্ভুক্ত), SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুসারে, **গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (কোম্পানি)-এর সদস্যদের অনুমোদন নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলির উপর রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া (রিমোট ই-ভোটিং) দ্বারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে চাওয়া হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	সমাধানের বিবরণ	সমাধানের ধরণ
১.	গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তার গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্রেটেক্স আরএস প্রপার্টিজ এলএলপি-তে থাকা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ মিঃ সুমিত হরলালকা এবং শ্রীমতি শশী হরলালকার কাছে বিক্রয় / হস্তান্তর / নিষ্পত্তির অনুমোদন।	বিশেষ প্রস্তাব
২.	গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তার প্রধান সহায়ক সংস্থা, গ্রেটেক্স আরান প্রপার্টিজ এলএলপি-তে থাকা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ মিঃ অরবিন্দ হরিলালকা এবং শ্রীমতি অনিতা হরিলালকার কাছে বিক্রয়/ হস্তান্তর/ নিষ্পত্তির অনুমোদন।	বিশেষ প্রস্তাব
৩.	গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান সানভিউ নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেডে থাকা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ মিঃ অলোক হরলালকা এবং শ্রীমতি পূজা হরলালকার কাছে বিক্রয়/ হস্তান্তর/ নিষ্পত্তির অনুমোদন।	বিশেষ প্রস্তাব
৪.	অগ্রাধিকারমূলক ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ব্যবহারের অনুমোদন	বিশেষ প্রস্তাব

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যেঃ
ই-ভোটিং পর্বের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

আবেদনের শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬
ই-ভোটিং শুরু হবে	বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ৯.০০ টায় (১এসটি)।
ই-ভোটিং শেষ হবে	শুক্রবার, ০৯ অক্টোবর, ২০২৬, বিকাল ৫.০০ টায় (১এসটি)।

দ্রষ্টব্যঃ
১. দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সদস্যদের ভোট দেওয়ার যোগ্যতা যাচাই করার জন্য কাট-অফ তারিখ হলো শুক্রবার, ২৮শে আগস্ট, ২০২৬। শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।
২. শুধুমাত্র সেইসব সদস্যরাই দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন, যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী.সদস্য রেজিস্টারপ্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত আছে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যমূলক হিসেবে গণ্য করবেন।
৩. বিধিবদ্ধ বিধান মেনে, কোম্পানি বুধবার, ০৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানিডিপোজিটরি-তে নিবন্ধিত আছে এবং যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী সদস্য রেজিস্টারপ্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত আছে। এছাড়াও, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যাসহ বিজ্ঞপ্তির কোনো মুদ্রিত কপি এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাঠানো হয়নি। সুতরাং, সদস্যদের শুধুমাত্র একটি রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতিঅসম্মতি জানাতে হবে।
৪. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ০৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং শুক্রবার, ০৯ অক্টোবর, ২০২৬, বিকাল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট দিলে, পরবর্তীতে পুনরায় ভোট দেওয়ার জন্য তিনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতিনির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির টীকায় উল্লেখ করা আছে।
৫. কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ এই পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ডব্লিউএস. ডি. এ. কামাত অ্যান্ড কোং, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-এর অংশীদার শ্রীমতি রচনা শানভাগ (সদস্যপদ নং এফসিএস ৮২২৭)-কে একজন স্ক্রুটিনাইজার (পরীক্ষক) হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৬. ব্যাখ্যাসহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://qretexindustries.com/, ই-ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইট https://ivote.biqshareonline.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই')-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। যে সকল সদস্যের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত নয়, তাদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির টীকায় উল্লিখিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৭. যে সকল সদস্যের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার রয়েছে, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট দের কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অর্থা বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-কে aliva@Rbiqshareonline.conn ই-মেইল আইডিতে একটি অনুরোধ ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে এবং এর একটি অনুলিপি neeti@ftretexindustries.com-এ সংযুক্ত করতে হবে।
৮. যেকোনো জিজ্ঞাসাঅভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ivote@abiqshareonline.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বরজ্ঞা ১৮০০২২৫৪২২ ০২২-৬২৬৩৮৩৩৮-এ ফোন করতে পারেন। সদস্যরা neeti@aqretexindustries.com এই ই-মেইল আইডিতেও কোম্পানিকে চিঠি লিখতে পারেন।
৯. পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারদের প্রতিবেদন সহ, ভোটদানের শেষ তারিখপোস্টাল ব্যালট প্রাপ্তির তারিখ থেকে ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://gretexindustries.com/ এবং ই-ভোটিং এজেন্সি অর্থাৎ https://ivote.biqshareon-line.com/-এ প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও, ফলাফল একই সাথে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-কেও জানানো হবে।

গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত /- **মিস নীতি দুবে**
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং A71190

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২৩ ভাদ্র, ১৪৩৩

গীতিকার পুলক

মান্না দে ছিলেন ওনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একবার মুম্বইতে তিনি গিয়েছেন মান্না দে'র বাড়ি। গিয়ে দেখলেন, রান্নাঘরে মান্না। বললেন, ‘‘রান্না করছেন! কী রান্না?’’ মান্না দে বললেন, ‘‘তা তো বলব না আগে থেকে। আগে রান্না শেষ হোক। খেয়ে দেখুন। তারপর আপনাকেই বলতে হবে যে!’’ একটু পরে মান্না দে বসার ঘরে গিয়ে দেখলেন, উনি একটা কাগজে লিখে ফেলেছেন বেশ কয়েকটা লাইন। মান্না দে বললেন, ‘‘কী ব্যাপার? কিছু লিখে ফেললেন নাকি এখন?’’ উনি বললেন, ‘‘এটা লিখলাম!’’ সেই লেখা হল, বিখ্যাত গান ‘আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না’। একবার এয়ারপোর্ট থেকে মান্না দে'কে রিসিভ করে ফিরছেন উনি। পথে মান্না দে একটি ঠুংরি গুনগুন করছিলেন। ঠুংরিটি কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে শেখা ‘শ্যাম, ঘুংঘট কে পট খোলো’। হঠাৎ ওনাকে মান্না দে বললেন, ‘‘এইরকম একটা গান লিখুন তো মশাই।’’ পথে যেতে যেতেই গানের কথা এল ওনার মনে। ততক্ষণে শ্যামবাজার...! বললেন, ‘‘গানটা এসে গেছে মশাই, নেমে পড়ুন, এখনই করে ফেলা যাক।’’ কাছেই গানের স্কুল বাণীচক্র। সেখানে গিয়ে একটি ঘর চেয়ে নিয়ে, হারমোনিয়াম আর খাতা পেন নিয়ে বসে পড়লেন দুই শিল্পী। জন্ম হল নতুন গানের। কোন গান? ‘ললিতা ওকে আজ চলে যেতে বল না।’ একবার, পুজোর আগে সিন্ধ্রি খনি অঞ্চলে একটি অনুষ্ঠান করতে গিয়েছেন মান্না দে। সে বার সঙ্গে ছিলেন তিনি। সেই এলাকায় তাঁর ভায়রা-ভাই গৌরীসাধন থাকতেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না। মান্নাকে গাড়িতে বসিয়ে, বাড়ি খুঁজতে গেলেন। একটু পরে ফিরলেন হাসতে হাসতে। বললেন, ‘‘মান্নাদা, আপনার পুজোর গান তৈরি হয়ে গেছে!’’ মান্না দে তো খুব অবাক! গাড়িতে বসতেই মান্না দে বললেন, ‘‘সে কী মশাই? আমি তো এখান থেকে দেখতে পেলাম আপনি ওই বাড়িতে গেলেন, কলিংবেল টিপলেন, কে যেন দরজা খুলে আপনাকে কী বলল আর আপনিও দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। এর মধ্যে গান তৈরি হল কী করে?’’ উনি হাসতে হাসতে বললেন, ‘‘ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বলছি তো নতুন গান তৈরি হয়ে গেছে।’’ মান্না দে বললেন, কি গান ? উনি বললেন, একটা ভুল বাড়ির দরজার কলিংবেল বাজিয়েছিলাম। বেলের শব্দে এক ‘অসাধারণ’ সুন্দরী দরজা খুলে ভুল ভাঙিয়ে দেন। কিন্তু ততক্ষণে মাথায় এসে গেছে গান। লিখে ফেললাম ‘ও কেন এত সুন্দরী হল? এমনি করে ফিরে তাকালো! দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই! আমি তো মানুষ!’ একদিন উনি বিমানে যাত্রা করছেন। সুন্দরী বিমানসেবিকাকে দেখে, প্লেনের উইন্ডো সিটে বসে ন্যাপকিনে লিখেছিলেন, ‘ও চাঁদ, সামলে রাখো জোছনাকে।’ এক সুন্দরী মহিলার কান থেকে পড়ে যাওয়া ঝুমকো কুড়িয়ে ফেরত দিতে দিতে লিখেছিলেন মান্না দে'র গাওয়া মহার্ঘ গান, ‘জড়োয়ার ঝুমকো থেকে একটা মতি ঝরে পড়েছে।’ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে হারিয়েই গেলেন সেই মানুষটি। চিনতে পারলেন তাঁকে? তিনি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। শোক জানাতে গিয়ে মান্না দে লিখেছিলেন, ‘‘পুলকের মতো জীবনরসিক লোক আত্মহত্যা করবে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অকল্পনীয় অনুভূতিগুলোর মধ্যে একটা। এখন শুধু মনে হচ্ছে, বন্ধু, এত বড় ফাঁকি।

পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী

ভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীত সাধক পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সালে। কোটালি ঘরানার অনন্য কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী। কোটালিপাড়ায় পিতা সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর জন্ম। সেই থেকেই কোটালি ঘরানার শুরু করেন। পাখি-পড়ার মতো করে হাতে ধরে শিষ্যদের উনি শিখিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো। ওঁর সঙ্গীতের প্রথম কথাই ছিল মুন্সিয়ানা দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত না করা। সুরই ব্রহ্ম এ কথাটা উনি হৃদয় থেকে অনুভব করতেন। তাই শ্রোতাকে সুরের জাদুতে আপ্লুত করে তার উপরে অনির্বচনীয় ও অমোঘ এক প্রভাব বিস্তার করতে ওঁর প্রয়োজন হত মাত্র কয়েক মিনিট। অথচ, এ কাজ সহজসাধ্য ছিল না। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর পুত্র হয়ে নিজস্বতা তৈরি করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল। বাবার সঙ্গীতের নির্যাসটুকু নিয়ে অপরিসীম সাঙ্গীতিক বোধের মাধ্যমে অদ্ভুত ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উনি। ওঁর প্রতিটা রাগের রূপায়ণ শ্রোতার কাছে ছবির মতো ফুটে উঠত। আসলে, চোখের সামনে নিজে রাগের রূপকে দেখতে পেতেন বলে শ্রোতার হৃদয়ে সেই ছবিকে প্রতিষ্ঠা করা ওঁর কাছে সহজ হয়ে যেত। তাই অনেক শিক্ষার্থীকে বলতে শুনতাম, মানস চক্রবর্তীর কণ্ঠে কোনও রাগ শোনাই সেই রাগের তালিম। অদ্ভুত সুরেলা ‘বঢ়হত’-এ যখন শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ, তখন তারার ‘সা’-এর অব্যবহিত পর থেকেই ‘সরগম’ আর ধীর অথচ ভারী তানের সমারোহে মানস চক্রবর্তী এক কল্পলোক সৃষ্টি করতেন। সেই কল্পলোকে পাড়ি দিয়ে শ্রোতা উন্মুখ হয়ে উঠতেন ওঁর কণ্ঠে পরবর্তী ভারী দ্রুৎ এবং ছুট্ তান শোনার জন্য। অত কিছুর মধ্যেও সুরের কামড় এবং দাপট থেকে ওঁর সঙ্গীত কখনও বিচ্যুত হত না। ওঁর পরিবেশনা শেষ হওয়ার পরে তাই শ্রোতার মন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরে উঠত। বেশ কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেছেন উনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘শ্যামাঙ্গিনী’, ‘বিহঙ্গিনী’, ‘ভূপধ্বনি’ ইত্যাদি। শুধু কি খেয়াল? ঠুংরি গানেও ওঁর সুর আর আর্তিতে শ্রোতা পেতেন এক অনাস্বাদিত আনন্দ। ঠুংরি গানে লোকসঙ্গীতের ছোঁয়াতে মূলত ‘পূরব’ অঙ্গের ঠুংরি ওঁর গায়নে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করত। আদ্যন্ত সুরের জাদুকর না হলে অগণিত খেয়ালের বন্দিশ অথবা বৈচিত্রময় সব রাগপ্রধান ও আধুনিক গান রচনা করা ওঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি সঙ্গীতজগতকে সমৃদ্ধ তো করেছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

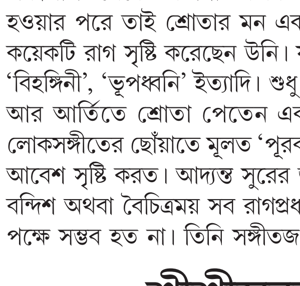

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে দরকার।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আদ্যাশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। আদ্যামা স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। স্বামী বিবেকানন্দ পেরেছিলেন আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন।

আর্থিক অপচয় নয় দুর্গা পুজোয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রবীন্দ্রকুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেই এখন রাজ্য সরকার চলছে। পশ্চিমবঙ্গকে স্বালম্বী হতে হবে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ব্যয় সঙ্কোচন করতে হবে। অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধ করতে হবে। সেই কারণে বাংলা দুর্গা পুজোয় যে অতিরিক্ত ব্যয় করা হতো তা এখন আর করা হবে না। সরকার অপচয় বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিস্কার করে বলেছেন যে দুর্গা পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন। জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গা পুজোর আয়োজন থেকে বিরত থাকন। সেই কারণে এই বছর কার্নিভাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরকার এখন ব্যয় সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পরিবহণ এবং সরকারি দফতরের উন্নতি সাধন করতে হবে।

সেই দিকে বর্তমান সরকার নজর রাখতে শুরু করেছে। আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গা পুজো পালন না করে নিষ্ঠা এবং ভক্তি দিয়ে দূর্গা পুজো করুন। প্রতিটি বারোয়ারি পুজোর লক্ষ্য থাকবে যে পুজোয় যেন অপচয় না হয়। ব্যয় সঙ্কোচন করা দিকে লক্ষ্য রাখুন। সরকার দুর্গা পুজো যাতে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। সেই কারণে সরকার এক লক্ষ টাকা পুজোর অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও সেটা যাদের প্রয়োজন হবে না তারা যেন তা গ্রহণ না করে। তাহলে সরকার তাদেরকে বিশেষ উৎসাহ এবং প্রশংসা বার্তা দেবে। এবারে রাস্তাঘাট বন্ধ রেখে বা দর্শকদের কোনও অসুবিধা যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে বলে তিনি পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের কাছে আবেদন রাখেন। উৎসব যেন সবার কাছে আনন্দের বার্তা এনে দিতে সক্ষম হয়। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। সেই সরকারের সঙ্গে সকলের সহযোগিতা করতে হবে। সরকার চায় পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করুক। তাই বলে দুর্গা পুজোয় অতিরিক্ত ব্যয় করে জাঁকজমকপূর্ণ করেতুলতে হবে তার কোনও মানে নেই। সমাজ সেবার মধ্যে দিয়ে দুর্গা পুজো পালন করুন। উন্নত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে বর্তমান সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সহযোগিতা করুন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদন সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকটি পুজো কমিটি সরকারের এক লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করছে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। বেশ কিছু কমিটি অনুদান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবৃতি দিতে শুরু করেছে। এ বছর দুর্গাপুজোয় তারা সরকারের কাছে অনুদানের জন্য আবেদন করবে না! সুরুচি সঙ্ঘ, নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘ কিংবা দেশপ্রিয় পার্ক; কলকাতার বড় বড় বা নামকরা পুজো কমিটিগুলি গত মঙ্গলবার সকাল থেকেই অনুদান না-নেওয়ার কথা জানায়। গড়িয়াহাটের সিংহি পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি জানায়, ‘‘এ বছর এক লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান গ্রহণ করছি না।’’ একই মর্মে নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ‘সরকারি অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত থাকার’ কথা জানিয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য এ ব্যাপারে বলেন, ‘‘যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন বড় পুজোগুলিকে এই অনুদান না-নিতে, তাই তাঁর বক্তব্যকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগ।’’

সন্তোষপুর লেকপল্লি, বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাবও একই মর্মে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সরকারি অনুদান নেবে না বলে জানায়। দেশপ্রিয় পার্কের পুজো কমিটি জানায়, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে স্বীকৃতি জানিয়ে তারা আবেদন করবে না। সরকার যাতে ভালভাবে চলে, সেই জন্য সহযোগী করতে হবে। হাতিবাগান সর্বজনীন এবং শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লার জানায়, যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা পাক। তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের বাজেট বেশি। সরকারি অনুদান থেকে ছোট ক্লাবগুলিকে বঞ্চিত করতে চাই না আমরা।’’ একই সুর শোনা গিয়েছে সুরুচি সঙ্ঘের উদ্যোক্তাদের মুখেও।

বেহালা ফ্রেন্ডস ও বাঘাযতীন সর্বজনীনের মতো ক্লাবগুলিও একই পথের পথিক। তারা মনে করেন যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব যথেষ্ট গঠনমূলক। বেহালা ফ্রেন্ডস ক্লাবের কথায়, ‘‘আমাদের বাজেট আছে। আমরা এই টাকাটা নিচ্ছি না।’’ পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আগে এক কর্মসূচিতে বলেছিলাম, যাদের (কমিটি) ছোট বাজেট, তাদের অনুদান দেব। আমি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাই না। যারা সক্ষম (বড় বাজেটের পুজো কমিটি), তাদের বলব, সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য না-নিতে। যাঁরা এই টাকা না হলে পুজো করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা দেবে।’’ শুধু তা-ই নয়, দুর্গাপুজোয় সরকারি সাহায্য নিয়ে আরও কিছু ঘোষণাও শোনা যায় শুভেন্দুর মুখে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিদ্যুতে ছাড়। শুভেন্দু জানান, সোমবার পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকের আগে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কথা হয়েছে সিইএসসির সঙ্গেও। কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের পুজো কমিটিগুলিকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে তারা। অর্থাৎ বিদ্যুতের বিলে ১০০ শতাংশ ছাড় মিলবে। এই ছাড়ের জন্য সব পুজো কমিটিগুলিই মুখ্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুরোধের পরের দিন থেকেই কলকাতার বেশ কয়েকটি পুজো কমিটি অনুদান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবৃতি দিতে শুরু করেছে। সন্তোষপুর লেকপল্লি, বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাবও একই মর্মে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সরকারি অনুদান নেবে না বলে জানায়। কলকাতার হাতিবাগান সর্বজনীন এবারে এক লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করছে না। কলকাতার নেবুতলা পার্ক (সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, টালতা বাগান, বিডন স্ট্রিট, সিমলা ব্যায়াম সমিতিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারাও সরকারের এক লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ না করে পুজোর আয়োজন করবে। এবারে পুজোয় অতিরিক্ত জাঁকজমক যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। আর্থিক অপচয় বন্ধ করার ওপরে জোর দেবে। এদিকে দুর্গা পুজোয় নিয়ামিষ আহার নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সন্ন্যাসী বাগেশ্বরের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিজেপি দলের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন যে পুজোর সময়ে আহারের ব্যাপারে বাঙালিরা আপন সিদ্ধান্ত অনুসারে আহার গ্রহণ করতে পারে। পুজোর সময়ে আহার গ্রহণ করার ওপরে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকে নিজস্ব পচ্ছন্দের আহার গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। মধ্যপ্রদেশের সাধু বাগেশ্বর বাবা ওরফ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর এটা ব্যক্তি মতামত। এর সঙ্গে বিজেপি বা সরকারের কোনও সংযোগ নেই। বহু লোক পুজোর সময়ে নিরামি। আহার করেন। আবার কেউ কেউ পুজোর সময়ে আমিষ গ্রহণ করে থাকে। বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতিতে কোনও বাধা নেই। সবাই তাদের ইচ্ছা মতো খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। বাবা বাগেশ্বরের বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় দায়ের অভিযোগ। গত মঙ্গলবার দুপুরে ভবানীপুর থানার সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। মধ্যপ্রদেশের সাধু বাগেশ্বর বাবা ওরফ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানায় এটা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

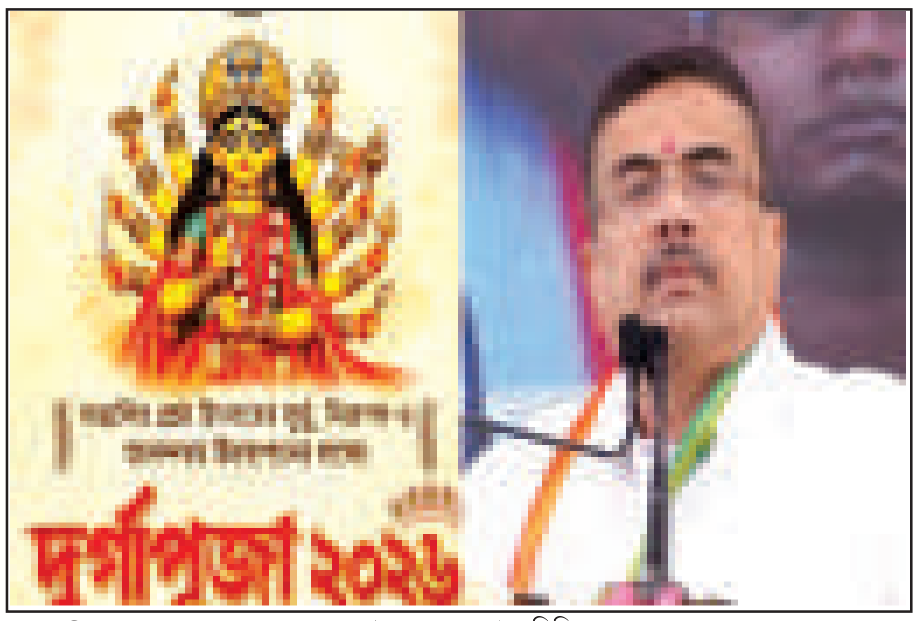

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গা

দেবেন হাজরা

পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো মানেই শুধু দেবীর আরাধনা নয়, কয়েক শতকের এক জীবন্ত ইতিহাস। রানি জানকী দেবীর আমলে শুরু হওয়া এই পুজো আজ প্রায় আড়াই শো বছরের পুরনো। সূচনাবর্ষ নিয়ে বিভিন্ন সূত্রে ১৭৭৪, ১৭৭৬ ও ১৭৭৮;তিন ধরনের তথ্য পাওয়া গেলেও, সব কাহিনির কেন্দ্রেই রয়েছেন রানি জানকী। প্রতিপদে ঘটস্থাপন থেকে শুরু করে সপ্তমীতে প্রতিমার আরাধনা, দেবীর পাশে ধান রাখা, ১০৮টি পদ্ম নিবেদন, তিথি অনুযায়ী মণের হিসাবে ভোগ;প্রতিটি রীতির পিছনেই রয়েছে পুরনো বিশ্বাস ও রাজ পরিবারের স্মৃতি।

একসময় সন্ধিপুজোয় কামান দাগা হত, দুর্গাদালানে বসত যাত্রার আসর, আর রাজপরিবারের মহিলারা চিকের আড়াল থেকে পুজো দেখতেন। শিকারের তরোয়াল থেকে রূপনারায়ণ নদে বিসর্জন;সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলেছে। তবু মহিষাদল রাজ বাড়ির দুর্গাপুজোয় আজও বেঁচে রয়েছে সেই বহু পুরনো পরম্পরার ছাপ।

পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ির সাদা প্রাসাদ, চারপাশের জলাশয় আর সবুজের মধ্যে আজও টিকে রয়েছে প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো এক দুর্গাপুজো। রাজবাড়ির পুরনো জৌলুস, ঝাড়বাতির আলো, সানাইয়ের সুর কিংবা রাজকীয় আয়োজনের অনেকটাই আজ আর নেই। কিন্তু পুজোর আচার-অনুষ্ঠানে এখনও দেখা যায় সেই পুরনো দিনের ছাপ। মহিষাদল রাজপরিবারের এই পুজোর সূচনাবর্ষ নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন সূত্রে ১৭৭৬ এবং ১৭৭৮; দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৭৮ সালের বয়ান অনুযায়ী, রানি জানকীর আমলেই রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। ১৭৭৬ সালের তথ্যেও একইভাবে রানি জানকীর সময়কেই পুজোর শুরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

মহিষাদল পরগনার ইতিহাস আরও পুরনো। গড়কমলপুর ও রংগিবসান;এই দুই গ্রামকে কেন্দ্র করে একসময় পরগনা গড়ে উঠেছিল। জমিদার বংশের আদি পুরুষ হিসেবে জনার্দন উপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। তাঁর ষষ্ঠ পুরুষ আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে ১৭৬৯ সালে তাঁর স্ত্রী রানি জানকী রাজপরিবারের দায়িত্ব নেন। তাঁর আমলেই দুর্গাপুজোর সূচনা। পরে ১৮০৯ সালে রানি ইন্দ্রাণীর সময় এই পুজো আরও বড় আকারে পালিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ পুজোর শুরু এবং রাজকীয় জাঁক জমকের বিস্তার একই সময়ে হয়নি। মহিষাদল রাজবাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এখানে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয় দুর্গা পুজোর প্রচলিত কয়েক দিন আগে থেকেই। মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদে ঘটস্থাপনের মাধ্যমে আচার শুরু হয়। রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপের পাশে অশ্বত্থ গাছের তলায় ঘট বসানোর রীতিও রয়েছে। কয়েক দিন ঘটপুজোর পরে সপ্তমী থেকে দুর্গাপ্রতিমার মূল আরাধনা শুরু হয়। আটচালার সামনে দুর্গা মণ্ডপে একচালা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পুজোর সঙ্গে কৃষিজীবনের একটি পুরনো বিশ্বাসও জড়িয়ে রয়েছে। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, পুজো শুরু হওয়ার পর একসময় খরার মধ্যেও এলাকায় ভালো ধানের ফলন হয়েছিল। সেই ঘটনার স্মৃতি থেকেই ভালো ফসলের আশায় দেবীর পাশে ধান রাখার প্রথা চালু হয়। প্রতিমার এক পাশে ঘট এবং অন্য পাশে ধান রাখার রীতিটি এখনও দেখা যায়। একসময় এই ধানের বৃদ্ধি দেখে বছরের ফলন সম্পর্কেও অনুমান করা হত বলে জানা যায়। রাজপরিবারের কুলদেবতা গোপাল জিউ। তাই মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো বৈষ্ণব মতে সম্পন্ন হয়। দেবীকে ১০৮টি পদ্ম নিবেদনের প্রথার কথাও পাওয়া যায়। পুরনো দিনে নীল পদ্ম ব্যবহারের রীতি ছিল বলে জানা যায়। পুজোর ভোগেও ছিল নির্দিষ্ট হিসাব। তিথি অনুযায়ী চালের পরিমাণ বাড়ত;পঞ্চমীতে পাঁচ মণ, ষষ্ঠীতে ছয় মণ, সপ্তমীতে সাত মণ এবং অষ্টমীতে আট মণ। পুরনো নিয়মে প্রতিপদে এক মণ থেকে শুরু করে দশমীতে দশ মণ পর্যন্ত চালের ভোগ দেওয়ার প্রচলন ছিল। বর্তমানে সেই সম্পূর্ণ নিয়ম আর নেই, তবে অষ্টমীতে আট মণ চালের ভোগ দেওয়ার রীতি এখনও বজায় রয়েছে।

রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অস্ত্রের ইতিহাসও। রাজপরিবারের সদস্যরা একসময় শিকারের কাজে যে তরোয়াল ব্যবহার করতেন, সেই তরোয়াল এখন দেবীর পায়ের কাছে রাখা হয়। পুজোর নিয়ম মেনে সেই তরোয়ালেরও আরাধনা করা হয়। অন্যদিকে সন্ধিপুজোয় একসময় কামান দাগার রীতি ছিল। রাজকীয় পরিবেশে সেই কামানের শব্দ পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠত। পরে শব্দদূষণ সংক্রান্ত বিধি নিষেধের কারণে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

একসময় পুজোর দিনগুলিতে রাজবাড়ির দুর্গাদালানে যাত্রাপালার আসর বসত। রাজপরিবারের মহিলা সদস্যরা চিকের আড়ালে বসে সেই অনুষ্ঠান দেখতেন। অষ্টমী ও সন্ধিপুজোর সময়ও তাঁদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল এবং বাইরের মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকত।

আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নির্ভরতা

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক সময়ে চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ও বহুল আলোচিত একটি ডিজিটাল বিপ্লব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। OpenAI কর্তৃক উদ্ভাবিত এই চ্যাটবটটি মূলত একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) চালিত মাধ্যম। চ্যাটবট বলতে এমন এক বিশেষ কম্পিউটার প্রোগ্রামকে বোঝায়, যা মানুষের মত লিখিত বার্তা বা কথোপকথনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম। এটি মেশিন লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের সমন্বয়ে অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাণবন্ত উত্তর প্রদান করতে পারে। এর নামের অন্তর্গত GPT শব্দটির পূর্ণরূপ হলো “generative pretrained transformer– যা একটি বিশাল ভাষা মডেলের অংশ। এটি মূলত মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়বিক কাঠামোর আদলে নির্মিত একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক, যা অগুনতি লিখিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষিত। এর ফলে এটি মানুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য ভাষা প্রকাশে পার দর্শী। নামের সাথে যুক্ত “Chat” অংশটি মূলত এর কথোপকথন বা চ্যাটিং করার সক্ষমতাকে নির্দেশ করে; অর্থাৎ, চ্যাটজিপিটি হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি লিখিত বার্তার মাধ্যমে অনায়াসেই তথ্য আদান-প্রদান করতে পারেন।

দ্রুততা, সৃজনশীলতা ও বহুমুখী দক্ষতা ঃ এই প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য গতি, লেখার শৈল্পিকতা, চিন্তাশীলতা, নিখুঁত অনুবাদ এবং জটিল বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতার জন্য বিশ্বব্যাপী এটি প্রশংসিত হচ্ছে। শিক্ষার্থী, কর্মজীবী মানুষ কিংবা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য এটি কাজের বিশাল সময় বাঁচিয়ে দিতে পারে। এটি একটি আনুষ্ঠানিক ইমেল প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে কোনো দীর্ঘ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তৈরি করতে সক্ষম। এমনকি এটি কোড ডিবাগ Code Debug করতেও পারদর্শী, যার অর্থ হলো কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামের সোর্স কোডে লুকিয়ে থাকা ত্রুটি বা ‘বাগ’ bug শনাক্ত করে তা সংশোধন করা।

যে দাপ্তরিক নথি বা দলিল অনুবাদ করতে একসময় কয়েক ঘণ্টা সময় লাগত, চ্যাটজিপিটি এখন তা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সম্পন্ন করতে পারে। এর উদ্ভাবনী চিন্তা ও জটিল ধারণা পরিষ্কার করার ক্ষমতা ব্যবহারকারীদের মুগ্ধ করছে। চ্যাটজিপিটি আমাদের কী কী সুবিধা দিচ্ছে? (১) বিস্ময়কর গতি এর আল্ট্রাফাস্ট প্রযুক্তি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৭৫০টি পর্যন্ত আউটপুট টোকেন তৈরি করতে পারে, যা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও দ্রুতগতির কর্মপ্রবাহে (workflows) অতুলনীয়। (২) বহুমুখীতা একটি মাত্র টুলের মাধ্যমে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। (৩) সহজলভ্যতা কোনো জটিল প্রশিক্ষণ ছাড়াই সাধারণ কথপোকথন বা নির্দেশের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করা যায়। (৪) পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো উত্তর সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে নেওয়া সম্ভব। (৫) নিরবচ্ছিন্ন সেবা এটি সপ্তাহের সাত দিন এবং চব্বিশ ঘণ্টা সবসময় আপনার সেবায় নিয়োজিত। (৬) চিত্রায়ন ক্ষমতা চ্যাটজিপিটি দিয়ে আপনি মনের মতো ছবি তৈরি করতে পারেন। শুধু বর্ণনামূলক নির্দেশ দিলেই এটি ছবি এঁকে দেবে। এমনকি কোনো ছবি আপলোড করে তা এডিট করার সুযোগও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি বইয়ের প্রচ্ছদ চান, তবে সবুজ ধানের ক্ষেত, নীল আকাশ ও স্নিগ্ধ আলো;এই ধরণের বর্ণনা দিলেই কাঙ্ক্ষিত চিত্রটি পেয়ে যাবেন।

চ্যাটজিপিটির সীমাবদ্ধতা বা প্রতিকূলতাগুলো কী কী? (১) বিভ্রান্তি বা হ্যালুসিনেশন এটি মাঝে মাঝে এমন আত্মবিশ্বাসী উত্তর দেয় যা শুনতে অত্যন্ত সঠিক মনে হলেও বাস্তবে তা ভুল বা ভিত্তিহীন হতে পারে। (২) গভীরতার অভাব মানুষের ভাষার সূক্ষ্ম ও জটিল আবেগ বা অর্থ এটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না; ফলে এর উত্তর অনেক সময় যান্ত্রিক ও অগভীর মনে হয়। (৩) পক্ষপাতদুষ্টতা প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহৃত তথ্যে যদি কোনো ভুল বা পূর্বনির্ধারিত ধারণা থাকে, তবে এর উত্তরেও সেই পক্ষপাতিত্ব ফুটে উঠতে পারে। (৪) তাৎক্ষণিক তথ্যের ঘাটতি নির্দিষ্ট সংস্করণে সরাসরি ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে এটি সাম্প্রতিক বা রিয়েল-টাইম ঘটনার আপডেট দিতে অক্ষম। (৫) প্রযুক্তিগত সমস্যা অতিরিক্ত চাপ বা নেটওয়ার্ক বিভ্রাটের কারণে মাঝে মধ্যে এটি কাজ করতে দেরি করে বা সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, চ্যাটজিপিটি অনেক সময় স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে অতিমাত্রায় সহজ করে উপস্থাপন করে, যা ভুল তথ্যের জন্ম দিতে পারে। তাই ব্যবহারকারীদের উচিত একে একটি সহায়ক মাধ্যম হিসেবে দেখা, চূড়ান্ত সত্যের উৎস হিসেবে নয়। গোপনীয়তা রক্ষা এবং এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও একটি চিন্তার বিষয়। মানুষ যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভর করে ফেলে, তবে তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতা এবং বিচারবুদ্ধি লোপ পেতে পারে।

পরিশেষে, চ্যাটজিপিটি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়; এর কার্যকারিতা নির্ভর করে মানুষের সতর্ক ব্যবহারের ওপর। যেকোনো শক্তিশালী যন্ত্রের মতোই, সঠিক বিচারবুদ্ধি, তথ্য যাচাইকরণ এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকলে চ্যাটজিপিটি আপনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চ্যাটজিপি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির ওপরে নির্ভর করে বর্তমান সভ্যতা এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। আগামি দিনে আরও উন্নতমানের প্রযুক্তি এসে উপস্থিত হবে। তখন দেখতে পাওয়া যাবে যে সরকারি কাজ থেকে শুরু করে ঘরের কাজেও প্রযুক্তি এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পলেঠে বর্তমান যুগের মানুষেরা। তারা প্রযুক্তির সাহায ছাড়া এক পাও চলতে পারবে না।

জন্মশতবর্ষে সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর ভূপেন হাজারিকার নাম উচ্চারিত

শঙ্করলাল কর্মকার

গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক এবং কণ্ঠশিল্পী ডঃ ভূপেন হাজারিকা জন্ম গ্রহণ করেন ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সালে। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। ভূপেন হাজারিকার

গাওয়া বাংলা গানগুলোতে মানবপ্রেম, প্রকৃতি, ভারতীয় সমাজ ও জীবন-ধর্মীয় বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী সুরও উচ্চারিত হয়েছে বহুবার। আজ জীবন খুঁজে পাবি, আমি এক যাযাবর, আমায় ভুল বুঝিস না, একটি রঙীন চাদর, ও মালিক সারা জীবন, গঙ্গা আমার মা, প্রতিধ্বনি শুনি, বিস্তীর্ণ দুপারে, মানুষ মানুষের জন্যে, সাগর সঙ্গমে, হে দোলা হে দোলা, চোখ ছলছল করে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি মাত্র ১০ বছর বয়স থেকেই গান লিখে সুর দিতে থাকেন। আসামের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূচনা হয় এক শিশুশিল্পী হিসেবে। ১৯৩৯ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি অসমীয়া ভাষায় নির্মিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা পরিচালিত ইন্দুমালতী ছবিতে বিশ্ববিজয় নওজোয়ান শিরোনামের একটি গান গেয়েছিলেন। পরে তিনি অসমীয়া চলচ্চিত্রের একজন নামজাদা পরিচালক হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশ, আসাম ও তার প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক ও বিশাল। অসমীয়া ভাষা ছাড়াও বাংলা ও হিন্দি ভাষাতেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক গান গেয়েছেন। অবশ্য এসব গানের অনেকগুলোই মূল অসমীয়া থেকে বাংলায় অনূদিত। পুরস্কার ঃ ২৩তম জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চলচ্চিত্র ‘চামেলী মেমসাহেব’ ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন তিনি। পদ্মশ্রী (১৯৭৭) ‘শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত শিল্পী’ হিসেবে ‘অল ইন্ডিয়া ক্রিটিক অ্যাসোসিয়েশন পুরস্কার’ (১৯৭৯) অসম সরকারের শঙ্করদেব পুরস্কার (১৯৮৭) এবং দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৯২) লাভ করেন।

জাপানে এশিয়া প্যাসিফিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রুদালী ছবির শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কার অর্জন। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই পুরস্কার পান। (১৯৯৩), পদ্মভূষণ (২০০১), অসম রত্ন (২০০৯), সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার (২০০৯) লাভ করেন। স্বীকৃতিঃ ১৯৯৩ সালে ভূপেন হাজারিকা অসম সাহিত্য সভার সভাপতি।

সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ রক্ষায় নার্সারিতে তৈরি হচ্ছে ম্যানগ্রোভের চারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষা এবং উপকূলীয় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবার নার্সারিতে ম্যানগ্রোভের চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক নার্সারিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ম্যানগ্রোভের বীজ থেকে চারা উৎপাদনের কাজ। এই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন স্থানীয় গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। স্থানীয় এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ম্যানগ্রোভের বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহ করা সেই বীজগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নার্সারিতে টব বা উপযুক্ত বেডে বসানো হচ্ছে। সেখান থেকে চারা গজানোর পর নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেগুলিকে বড় করে তোলা হবে। পরবর্তীতে তৈরি হওয়া ম্যানগ্রোভের চারাগুলি সুন্দরবনের বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় রোপণ করা হবে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং উপকূলের জনজীবন রক্ষায় ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব অপরিসীম। ম্যানগ্রোভের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখায় নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় ভাঙন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল সামুদ্রিক হাওয়ার অভিঘাত অনেকটাই কমাতে সাহায্য করে এই বিশেষ প্রজাতির বনভূমি। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলকে রক্ষা করাই নয়, সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও ম্যানগ্রোভের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু ধরনের মাছ, কাঁকড়া, পাখি, সরীসৃপ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ফলে ম্যানগ্রোভের পরিমাণ কমে গেলে সুন্দরবনের সামগ্রিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে নার্সারিতে ম্যানগ্রোভের চারা তৈরি করে তা উপকূলবর্তী এলাকায় রোপণের উদ্যোগকে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই কাজে যুক্ত করার ফলে একদিকে যেমন ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের কাজ এগোচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামীণ মহিলাদেরও পরিবেশ রক্ষার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা তৈরির কাজ চালাচ্ছে একাধিক সংগঠন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। গ্রামবাসীদের ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি গাছ কাটার প্রবণতা রোধ এবং নতুন করে ম্যানগ্রোভ রোপণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হচ্ছে। নার্সারিতে তৈরি হওয়া চারাগুলি উপকূলের বিভিন্ন উপযুক্ত জায়গায় রোপণ করা গেলে আগামী দিনে সুন্দরবনের সবুজ আচ্ছাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার ভাঙন প্রতিরোধ, ঝড়- জলোচ্ছ্বাসের অভিঘাত কমানো এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সুন্দরবনকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভকে বাঁচানো জরুরি আর সেই লক্ষ্যেই নার্সারিতে তৈরি হওয়া প্রতিটি নতুন চারা হয়ে উঠছে উপকূল রক্ষার এক একটি সবুজ প্রহরী।

আড়ষায় বজ্রাঘাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১ মহিলার মৃত্যু, গুরুতর আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ চাষের জমিতে কাজ করার সময় আকস্মিক বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন এক মহিলা। এই ঘটনায় আরও তিন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে আড়ষা থানার অন্তর্গত কাসিডি গ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম সাহোনি মাহাতো (৪৬)। গতকাল বিকেলে কাসিডি গ্রামের মাঠে অন্যান্যদের সঙ্গে চাষের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই ঝড়-বৃষ্টির সাথে তীব্র বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই চারজন আশঙ্কাজনকভাবে লুটিয়ে পড়েন। আহত অপর তিন মহিলা হলেন- উর্মিলা মাহাতো (৫০), শীতলা মাহাতো (৬৫), মুকুলা মাহাতো (৫৫)। ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত চারজনকেই উদ্ধার করে নিকটবর্তী সিরকাবাদ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা সাহোনি মাহাতোকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত তিন মহিলার মধ্যে দু'জন বর্তমানে সিরকাবাদ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত সাহোনি মাহাতোর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হচ্ছে। হঠাৎ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কাসিডি গ্রামে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রচারে কারা আসছেন!

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র কাছ থেকে আসনটি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সারা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে। বুধবার এমনই দাবি করলেন বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন। হুমায়ুন কবীরের পদত্যাগে খালি হওয়া ওই আসনে আগামী ৬ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৯ অক্টোবর উপনির্বাচনের ভোট গণনা। আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপ নির্বাচনে দলের প্রচার কৌশল ঠিক করতে বুধবার বহরমপুরের একটা বেসরকারি হোটেলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে বিজেপির 'ইলেকশনে ম্যানেজমেন্ট টিম'। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, দলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা রেজিনগর বিধানসভা উপ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় আধিকারিক প্রবাল রাহা, মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজেপির তিনটি সাংগঠনিক জেলার সমস্ত পদাধিকারী, মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীরা এবং রেজিনগর বিধানসভার দায়িত্বে থাকা মণ্ডল স্তরের নেতৃত্ব। সূত্রের খবর আজকের বৈঠকে স্থির হয়ে যাবে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রচার কৌশল। মলয় মহাজন বলেন, আমাদের দলে প্রচারের বিভিন্ন রকমের ভাগ রয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির উপর একাধিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। আজকের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে ঠিক হবে রেজিনগর নির্বাচনের প্রচারে বক্তা হিসেবে কারা আসবেন এবং 'প্রবাসী বক্তা' হিসেবে কাদেরকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে মনোনয়ন করা হবে তাও দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। নির্বাচনের প্রচার পুস্তিকা, লিফলেট এবং 'স্ট্রিট কর্নারিং'- এর দায়িত্বে কারা থাকবে তাও রাজ্য নেতৃত্বের তরফ থেকে জানানো হবে। মলয় মহাজন জানান, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ছোট ছোট বৈঠকের প্রভাব অনেক বেশি হয়। তাই এই ধরনের বৈঠক বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে বেশি করে করার চেষ্টা হবে। আমাদের লক্ষ্য আগামী এক মাসের মধ্যে রেজিনগর বিধানসভার ২৮২ বুথের প্রত্যেকটিতে কম করে পাঁচটি করে ছোট সভা করার। এছাড়াও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার এবং 'শক্তি কেন্দ্র' ও 'মন্ডল' ভিত্তিক সভা হবে। সব থেকে বড় সভাটি হবে বিধানসভা ভিত্তিক। রেজিনগর উপনির্বাচনে দলীয় প্রচার কৌশল ঠিক হলেও বুধবার সকাল পর্যন্ত গেরুয়া শিবির তাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। তবে আজ থেকেই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়ে গেছে যা চলবে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। রেজিনগর উপনির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী কি মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা হবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে মলয় মহাজন বলেন, গোটা বিষয়টি রাজ্য এবং দিল্লির নেতৃত্বের তরফ থেকে দেখা হচ্ছে। তাঁরাই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে জেলা নেতৃত্বের তরফ থেকে রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে অন্তত একবার রাজ্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চাওয়া হয়েছে। বিজেপি সূত্রের খবর দলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ছাড়াও পেশাদার সংস্থা রেজিনগরের বিভিন্ন এলাকায় 'সার্ভে' চালাচ্ছে। তারা মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ কোন নেতার বক্তব্য শুনতে চান সেই বিষয়েও মতামত নিচ্ছে। সার্ভে রিপোর্ট এবং বিজেপির নেতা কর্মীদের রিপোর্ট চলে এলে রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির তরফে বক্তা হিসেবে কারা আসবেন সেই তালিকা চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে। মলয় মহাজন বলেন, কিছু মানুষের মধ্যে আমাদের দলে সুবক্তা হিসেবে যে সমস্ত মহিলাদের খ্যাতি রয়েছে এবং অর্থ সামাজিক বিষয়ে ভালো বক্তব্য রাখতে পারেন এমন কিছু বক্তার চাহিদা রয়েছে। তবে কোন কোন বক্তা রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারে সময় দিতে পারবেন তা দেখে নেওয়ার পরে প্রচারের জন্য বক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা ঠিক করা হবে।

SHORT NOTICE INVITING TENDER
TENDER No.:- WBIW/EE/DM&ED/SNIT-05/2026-27

Above mentioned Short Notice Tender(off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Emergency Mechanical Work under this Division. Last date of application of the bid: **11.09.2026 16:00 HRS**. The other details may be seen from website https://www.iwd.wb.gov.in and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./- Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

FORM-C
DRAFT PROFORMA OF NEWSPAPER NOTIFICATION

NOTICE is hereby given that the Folio No. 00000174 Certificate No 9950001 distinctive nos . 1245536604 - 1245542283 Equity Shares No. 5680 , BANDHAN BANK Limited standing in the name(s) of MAYURESH SARAF has/have been lost or mislaid and the undersigned has / have applied to the Company to issue duplicate certificate(s) for the said shares. Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar KFin Technologies Limited - Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, 500032, Telangana, India, within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate (s).
Name of the shareholder (s)
MAYURESH PRABHAKAR SARAF
Date:10-09-2026

FORM-C
DRAFT PROFORMA OF NEWSPAPER NOTIFICATION

NOTICE is hereby given that the Folio No. 00027200 Certificate No 9950206 distinctive nos .1245855971 - 1245861650 Equity Shares No. 5680 , BANDHAN BANK Limited standing in the name(s) of MAYURESH P SARAF has/have been lost or mislaid and the undersigned has / have applied to the Company to issue duplicate certificate(s) for the said shares. Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar KFin Technologies Limited - Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, 500032, Telangana, India, within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate (s).
Name of the shareholder (s)
MAYURESH PRABHAKAR SARAF
Date: 10-09-2026

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ 53-ENGG-RNY-2026-27। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রমিক নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ বঙাইগাঁও ইয়ার্ড - টার্ণআউটের লিফটিং ও ম্যানুয়াল ডিপ স্ক্রিনিং - ৪৫ সেট। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৩৯,৮৬,৩৮৭.৯৬/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,৭৯,৭০০.০০/- টাকা।**ই-টেন্ডার** ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক এবং টেলিকাম কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি১৬_২০২৬/কে/৯২০এ তারিখঃ ০২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি_২০২৬। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের নিউ জলপাইগুড়ি স্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা আধিকারিকে বিশ্রাম গৃহে বৈদ্যুতিক এবং টেলিকম কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৭,৩৭,৮৯৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ**১,১৪,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কৌশিকী অমাবস্যায় বেনারসের আদলে সন্ধ্যারতি, দ্বারকা নদীতে লেজার শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ তারাপীঠের ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা। ২০২৬ সালের কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হচ্ছে ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০:১১ মিনিটে শুরু হবে। তিথি শেষ হচ্ছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার), সকাল ৮:৫০ মিনিটে। ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতেই বীরভূম জেলার তারাপীঠ - সহ বিভিন্ন স্থানে মা তারার বিশেষ পুজো এবং নিশিপালন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরই অমাবস্যা তিথি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ পর্যটকের সমাগম ঘটে তারাপীঠ চত্বর জুড়ে। চলতি বছর কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে নতুন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন গোটা তারাপীঠ চত্বর জুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে ঠিক তেমনি চন্দননগরের আলোর সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রামপুরহাট মুনসুবা মোড় থেকে তারাপীঠ মন্দির পর্যন্ত। পাশাপাশি স্থানীয় বাউল ও অন্যান্য লোকশিল্পীদের নিয়ে ৪০টি লোকশিল্পী দল মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে ভক্তদের জন্য। প্রতিটি সাংস্কৃতিক মঞ্চে LED ডিসপ্লে এবং উন্নতমানের মাইকিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জীবিত কুণ্ড, দ্বারকা নদীতে লেজার শো এবং আতসবাজি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের তথ্য, রেকর্ড করা অনুষ্ঠান এবং সরাসরি সম্প্রচার দেখানোর জন্য ১৪ টি জায়ান্ট স্ক্রিন বসানো হয়েছে তারাপীঠের বিভিন্ন জায়গা জুড়ে। তারাপীঠ ব্রিজ সংলগ্ন দ্বারকা নদীর তীরে তারাপীঠ মহাশ্মশানের বিপরীতে সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ। প্রবেশদ্বার, সেবা শিবির, তথ্যকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একই ধরনের সরকারি প্রচার ও ব্র্যান্ডিং রাখা হয়েছে। উৎসব এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং জরুরি প্রযুক্তিগত সহায়তা রাখা হয়েছে। রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহা জানান, কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে হইহই কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বীরভূমের তারাপীঠ সফরে এসে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এই অমাবস্যা যেন দেখার মত হয়ে থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে আমরা ভক্তদের জন্য একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছি, বেনারসের আদলে সন্ধ্যারতি করা হবে দ্বারকা নদের ঘাটে, সেই কারণে ইতিমধ্যেই বেনারস থেকে পুরোহিতরা তারাপীঠ এসে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে উৎসবের মেজাজে তারাপীঠ।

কচুরিপানা ও পচা পশুর দুর্গন্ধে নাদনঘাট ফেরি পরিষেবা বন্ধ, চাঞ্চল্য

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভাগীরথীর জলে তীব্র স্রোত এবং সেই সঙ্গে ভেসে আসা কচুরিপানার দাপটে বিপর্যস্ত কালনার নসরতপুর পঞ্চায়েত এলাকার নাদনঘাট ফেরিঘাট। কচুরিপানার সঙ্গে মরা পশুখাদ্য ও পশুদেহ আটকে চরম দুর্গন্ধ ছড়ানোয় এবং সুরক্ষার তাগিদে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দিলেন ফেরি পরিষেবা। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই ভাগীরথীর উজান থেকে পলি ও প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা ভেসে আসছে। সেই কচুরিপানার বড় বড় দল এসে আটকে পড়ছে নাদনঘাট ফেরিঘাটের জেটিতে। শুধু কচুরিপানাই নয়, তাতে আটকে রয়েছে একাধিক গবাদি পশুর পচা দেহ। ফলে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘাট ও সংলগ্ন এলাকায়। দুর্গন্ধে সাধারণ যাত্রী ও মাঝিদের শ্বাস নেওয়াই দায় হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কচুরিপানার প্রবল চাপে জেটিঘাটটি একদিকে হেলে পড়ায়। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তড়িঘড়ি পারাপার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন স্থানীয়রা। ফেরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কালনা ও নবদ্বীপের এক বড় অংশের সঙ্গে নদীর অপর পারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় প্রতিদিনের নিত্যযাত্রী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের। ক্ষুব্ধ নদী পারাপারকারী যাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও ঘাট কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো সত্ত্বেও দ্রুত কচুরিপানা ও পচা পশুদেহ সরানোর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনা ঘটার আগেই প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে-এই দাবি তুলে তারা পারাপার বন্ধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। কচুরিপানা দ্রুত পরিষ্কার করে এবং জেটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে। তবে যতক্ষণ না ঘাট সম্পূর্ণ নিরাপদ ও দুর্গন্ধমুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আতঙ্ক কাটছে না যাত্রীদের।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PO (VBGRAMG) & BDO, SHYAMPUR - II
SASATI, HOWRAH, 711312

Tender Ref No 29/BDO_SHY-II/VBGRAMG To 48/BDO_SHY-II/VBGRAMG On line e-Tender (Item Rate) are Invited from Bona fide Contractor for different work under VBGRAMG of Shyampur II. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtenders .gov.in.

SD/-
PO (VBGRAMG) & BDO
SHYAMPUR -II DEV BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগম-এর অধীনে একটি শ্মশান সংক্রান্ত কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রসহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
অনলাইনে দরপত্র জমা শুরুঃ ১০.০৮.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে।
অনলাইনে দরপত্র জমা শেষঃ ০৯.০৯.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে ভিজিট করুনঃ https://wbtenders.gov.in
নং. ED/Crematorium/03/26-27 তারিখঃ ১০-০৮-২০২৬
৭২(৩) / ২৬-২৭
৮।৯ ।২০২৬
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/001(e)/2026-27
Dated: 09-09-2026

1. Repairing & renovation of roads in different location at D.J. Street Bhadrakali Within ward no.7. 2. Repairing &Upgradation of Damaged Concrete road with drain guard well at Santinagar bye lane offshoot in ward no-11. 3. Repairing & Renovation of roads in different location at Shibtala street bhadrakali, within ward no.7. 4. Repairing &upgradation of damaged concrete road with drain guard wall at G.T road offshoot near subhanganmarraiage hall from the Jn. of G.T Road to Jn. of sasthitala lane in ward no-08. Bid Submission Closing Date- **19/09/2026 (Work SL no- 1, 2 & 3).** Bid Submission Closing Date- **24/09/2026 (Work SL no-4).** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Administrator,**
U.K. Municipality

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ C-AP-PCL-LEASE

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১- এপিডিজে-এমএক্সএন -২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৫৪৮৩ -এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-ডিএলআই -২৬-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৭৬৯ -এসএলআর-এফ২- এপিডিজে-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১- বিএক্সটি-এসডিএএইচ -২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ১৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১৫-০৯-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work :
NIT No. : LTG/43/WD-11/BR-II/Z-I/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings for different street in Ward No. 11 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **3,84,836.06**; Earnest Money : ₹ **7,700.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **19.09.2026 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/Br-XI, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/133/26-27/PD (1st Call)
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light and allied electrical works in Ward No. 109 under Br.-XII**; Estimated Amount : ₹ **3,96,246.94**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**.
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/131/26-27/PD (1st Call)
Name of work : **Painting and numbering of KMC strett light poles at Kalikapur, Mukundapur and Purbalok and other areas under Ward No. 109, Br.-XII**; Estimated Amount : ₹ **3,31,772.88**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **45 Days**.
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/130/26-27/PD (1st Call)
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Kalikapur, Nandan Kanan, Sammilani Park etc. areas under Ward No. 109, Br.-XII**; Estimated Amount : ₹ **3,94,239.85**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of completion of bid : **18.09.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 from 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etenders.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/140/26-27/PD
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works in Ward No. 110, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **3,98,811.91**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of completion of bid : **21.09.2026 upto 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 from 12 Noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C) / Br.-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : E.E.(C)/VI/055/001/2026-2027/D (2nd Call)
Name of work : **Restoration of IP passage disturbed by C.E.S.C. Ltd. & other damage portion near 143/A, 118 Ananda Palit Road, 2C, 2C/H/8, 1A/1 Chatu Babu Lane and different places in Ward No. 55**; Estimated Cost : ₹ **2,49,128.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(2) NIT No. : E.E.(C)/VI/055/002/2026-2027/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of KMC qurters near 5 Middle Road (Inside Ramleela Park) in Ward No. 55**; Estimated Cost : ₹ **2,00,856.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,100.00**.
(3) NIT No. : E.E.(C)/VI/055/003/2026-2027/D (2nd Call)
Name of work : **Restoration of road, passage & footpath (Disturbed by P.U. Agency and Natural Wear & Tear) at different places in Ward No. 055 under Br.-VI**; Estimated Cost : ₹ **2,84,033.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 1 to 3)**.
(4) NIT No. : E.E.(C)/VI/055/005/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of asphaltum road surface disturbed by C.E.S.C. Ltd. & other damage portion due to wear & tear near 98 LMB Rd., 9/B Dihi Entally Rd. etc. in Ward No. 55 & 7 Paymental St., 15 Marquisst etc. in Ward No. 62 under Br.-VI**; Estimated Cost : ₹ **2,77,795.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **180 Days**.
(5) NIT No. : E.E.(C)/VI/062/005/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of damaged and depressed paver block footpath at Ripon Street and its adjacent area in Ward No. 62**; Estimated Cost : ₹ **2,93,761.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **21.09.2026 (upto 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; Tender opened date : **23.09.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5)**.

The **Dy. Chief Engineer (C) / (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/DCE/PS/PANDELS/26-27 (1st Call)
Name of work : **Erection of temporary pandals for immersion porter for immersion of Durga idols at four (04) major ghats and erection of temporary watch tower at three (03) ghats along river Ganges for Durga Puja 2026**; Estimated Cost : **Quotation Invited (Amount to be quoted inclusive of all taxes)**; Earnest Money : ₹ **3,500.00 (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount)**.
(2) NIT No. : KMC/DCE/PS/VIDEO/26-27 (1st Call)
Name of work : **Arrangement of video & still photograpy of immersion of idols at different ghats along the river Ganges (2026)**; Estimated Cost : **Quotation Invited (Amount to be quoted inclusive of all taxes)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00 (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount)**.
(3) NIT No. : KMC/DCE_PS/II/AHIRITOLA/26-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Ahiritola Ghat & Nather Ghat in Br.-II (2026)**; Estimated Cost : ₹ **2,59,728.33**; Earnest Money : ₹ **5,200.00**.
(4) NIT No. : KMC/DCE_PS/II/NIMTALA/26-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Nimtala Ghat upto Ahiritola Launch Ghat in Br.-II (2026)**; Estimated Cost : ₹ **3,97,464.54**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(5) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/GHAT04/2026-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Balaram Bose Ghat, Ramrik Ghat & Mukherjee Ghat in Br.-IX**; Estimated Cost : ₹ **1,68,827.94**; Earnest Money : ₹ **3,400.00**.
(6) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/GHAT02/2026-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Doi Ghat in Br.-IX**; Estimated Cost : ₹ **1,74,282.10**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**.
(7) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/GHAT03/2026-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for cleaning of 2 (Two) new immersion ghats including making temporary vats at Doi Ghat in Ward No. 75, Br.-IX**; Estimated Cost : ₹ **1,97,524.09**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(8) NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/GHAT01/2026-27 (1st Call)
Name of work : **Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Judges Ghat in Br.-IX**; Estimated Cost : ₹ **3,18,465.07**; Earnest Money : ₹ **6,400.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 1 to 8)**; Last date and time of submission of bid : **19.09.2026 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 8)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **22.09.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 8)**; The bid forms and other details shall be available on and from **12.09.2026 (10 am) (For Sl. No. 1 to 8)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8)**. 472/26-27

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৮টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড (১৩টি), কামাখ্যাগুড়ি (২টি), গৌরীপুর (১টি), গোলকগঞ্জ জংশন (১টি) এবং হাসিমারা (১টি) স্টেশনে ১৮টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-সিএটিজি-১৮-২৬। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ** ১৭-০৯-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৭৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রোড রেলওয়ে স্টেশন পিএফ-২-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল- ১২ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এ চায়ের স্টল-১০ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-২ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-১ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-১।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন পিএফ-২-এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চায়ের স্টল- ১৩ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৮-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৪ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৩ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৭-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৫ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৫-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৭ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৬-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৬ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮২-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ায় অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ রিফ্রেশমেন্ট রুম-২ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৩-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) -এ চায়ের স্টল-৯ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিকেজে-জিএমইউ-১৪৩-২৫-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ চায়ের স্টল-২।
এএ/১৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৪-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১ -এ অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চায়ের স্টল-৮ (ক্যাটারিং পরিষেবা) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১৭	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩-এ চায়ের স্টল-৩।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-১৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১-এ চায়ের স্টল-১।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭-০৯-২০২৬ তারিখে **১৩:২০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড হলো ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময় ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** বিস্তারিত জানতে সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

১২ বছর পর ফের নীল-বেগুনি ফুলের গালিচায় মুন্নার, পুজোর ছুটিতে দেখুন বিরল নীলকুরিঞ্জির মায়া

পাহাড়জুড়ে নীল-বেগুনি রঙের আস্তরণ। যত দূর চোখ যায়, তত দূর যেন ছড়িয়ে রয়েছে বেগুনি ফুলের কার্পেট। দক্ষিণ ভারতের কেরলের মুন্নারে এখন এমনই মনমুগ্ধকর দৃশ্য। প্রায় ১২ বছর পর ফের পশ্চিমঘাটের পাহাড়ি ঢাল জুড়ে ফুটতে শুরু করেছে বিরল নীলকুরিঞ্জি। ফলে পুজোর ছুটিতে প্রকৃতির এক অনন্য রূপ দেখতে চাইলে পর্যটকদের কাছে মুন্নার হয়ে উঠতে পারে অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য। নীলকুরিঞ্জি শুধু তার অপরূপ রঙের জন্যই বিখ্যাত নয়, এই ফুলের ফুল ফোটার সময়ও যথেষ্ট ব্যতিক্রমী। নীলকুরিঞ্জির নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতি প্রায় ১২ বছর অন্তর একসঙ্গে ফুলে ভরে ওঠে। হাজার হাজার গাছ একই সময়ে ফুল ফুটিয়ে তুললে পশ্চিমঘাটের উঁচু পাহাড়ি ঘাসজমি কার্যত নীল-বেগুনি রঙে ঢেকে যায়। দূর থেকে মনে হয়, পাহাড়ের গায়ে কেউ যেন বিশাল বেগুনি চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এবার এই বিরল প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মুন্নারের চোক্রামুড়ি পাহাড়। ফুল ফুটতেই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে এলাকা। নীলকুরিঞ্জি দেখার জন্য ইতিমধ্যেই সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন বহু পর্যটক। পরিস্থিতি সামাল দিতে নির্দিষ্ট কিছু অংশ পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রবেশের ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ। শুধু চোক্রামুড়িই নয়, মাট্টুপেট্টি-কোরান্দাক্কাড অঞ্চলও নীলকুরিঞ্জির জন্য বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। কেরল ট্যুরিজমের তথ্য অনুযায়ী, মাট্টুপেট্টি-কান্নিমালা এলাকায় এর

আগে ১৯৯০, ২০০২ এবং ২০১৪ সালে নীলকুরিঞ্জির ব্যাপক ফুল ফোটার ঘটনা দেখা গিয়েছিল। চলতি মরশুমে মুন্নার শহরের কাছাকাছি ইক্কা নগর, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রোড-সহ আরও কয়েকটি পাহাড়ি এলাকাতেও নীলকুরিঞ্জি ফুটেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ফুল দেখতে গিয়ে পর্যটকদেরও কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ নীলকুরিঞ্জি পশ্চিমঘাটের অত্যন্ত সংবেদনশীল উচ্চভূমির বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফুল ফোটার এই বিশেষ সময়টি স্থানীয় পরিবেশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটকদের তাই ফুল না ছেঁড়ার পাশাপাশি নির্দিষ্ট পথের বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গাছের খুব কাছে গিয়ে ছবি তোলা বা ফুলের গাছের উপর পা দেওয়াও নিষিদ্ধ। নীলকুরিঞ্জির আবাসস্থল যাতে পর্যটনের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে কারণে বেশ কিছু এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য মুন্নার থেকে নীলকুরিঞ্জি ফুটে থাকা এলাকাগুলিতে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও রয়েছে। বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে চোক্রামুড়ি কুরিঞ্জি গার্ডেন। নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রবেশের জন্য আলাদা প্রবেশমূল্য রাখা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য, পর্যটকদের নিয়ন্ত্রিতভাবে ফুল দেখার সুযোগ দেওয়া এবং একই সঙ্গে এই বিরল উদ্ভিদের ক্ষতি রোধ করা। তাই পুজোর ছুটিতে কেরল ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে মুন্নারকে তালিকায় রাখা যেতে পারে। পাহাড়, মেঘ, চা-বাগান আর মনোরম আবহাওয়ার জন্য এমনিতেই জনপ্রিয় এই পর্যটনকেন্দ্র। তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত নীল-বেগুনি নীলকুরিঞ্জির সৌন্দর্য। তবে মনে রাখতে হবে, এই ফুল প্রকৃতির সম্পদ-তাই সৌঃদর্য উপভোগ করুন, ছবি তুলুন, কিন্তু ফুল ও তার আবাসস্থল অক্ষত রাখুন। নীলকুরিঞ্জির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর ফুল ফোটার বিশেষ চক্র। নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির নীলকুরিঞ্জি প্রায় ১২ বছর অন্তর একসঙ্গে ফুলে ভরে ওঠে। হাজার হাজার গাছে একই সময়ে নীল-বেগুনি ফুল ফুটলে পাহাড়ের ঢাল যেন বিশাল বেগুনি কার্পেটে ঢেকে যায়। প্রকৃতির এমন বিরল দৃশ্য দেখতে দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকেরা মুন্নারে ভিড় করছেন।এবার নীলকুরিঞ্জির অন্যতম আকর্ষণীয় কেঃদ্র হয়ে উঠেছে চোক্রামুড়ি পাহাড়। পাশাপাশি মাট্টুপেট্টি-কোরাঃদাক্কাড এলাকাতেও ফুলের দেখা মিলছে। মুন্নার শহরের কাছাকাছি ইক্কা নগর, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রোড-সহ কয়েকটি পাহাড়ি এলাকাতেও নীলকুরিঞ্জি ফুটেছে বলে জানা গিয়েছে।তবে এই ফুল দেখতে গিয়ে পর্যটকদের সচেতন থাকতে হবে। নীলকুরিঞ্জি পশ্চিমঘাটের সংবেদনশীল উচ্চভূমির বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ফুল ছেঁড়া, গাছের উপর পা দেওয়া কিংবা নির্দিষ্ট পথের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিছু এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।পুজোর ছুটিতে তাই কেরল গেলে মুন্নার হতে পারে আপনার ভ্রমণের অন্যতম সেরা গন্তব্য। পাহাড়ের সৌঃদর্যের সঙ্গে যদি একবারে বিরল নীল-বেগুনি ফুলের এই প্রাকৃতিক উসব দেখতে চান, তাহলে সুযোগ হাতছাড়া না করাই ভালো।

বড়বাজারে ভেজাল ওষুধের খোঁজে লালবাজার ও ড্রাগ কন্ট্রোলের হানা

১-র পাতার পর-ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ। বরং প্রতিটি রান্নাঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে গন্ধ হওয়া বাসি মাংস, ছাতা পড়া পনির এবং বিপজ্জনক সব বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য। বাধ্য হয়েই কঠোর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এখনও পর্যন্ত মোট ১৭০টি নামী রেস্তোরাঁয় সারপ্রাইজ ভিজিট চালিয়ে অন্তত ৪০টির লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই তালিকায় পার্ক স্ট্রিট, চায়না টাউন, ধর্মতলা ও বাইপাস সংলগ্ন এলাকার বহু বছরের প্রাচীন ও জনপ্রিয় বিরিয়ানি ও চিনা খাবারের আউটলেটও জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েকদিনের অভিযানে বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে প্রায় ১,৫০০ কেজি পচা খাদ্যসামগ্রী। পুরসভার স্বাস্থ্যাধিকারিক স্মিতা পান্ডে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পুজো পর্যন্ত এই ধরনের ঝটিকা অভিযান একটানা চালানো হবে। যেসব রেস্তোরাঁর ব্যবসার ছাড়পত্র সাময়িক স্থগিত করা হল, তাদের কর্মচারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির পাঠ দেওয়া হবে। রান্নাঘর সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে পুরসভার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারলেই একমাত্র মেলে পুনরায় দোকান খোলার অনুমোদন। এককথায়, নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে লালবাজার ও পুর প্রশাসন।

গাড়ির ভিতরেই বিস্ফোরণ, লালকেল্লা হামলায় 'ফিদায়েঁ' ছক

১-র পাতার পর-উমর নবীর মৃত্যু হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এনআইএ জানিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে একটি বড় মাপের আন্তঃরাজ্য জঙ্গি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই লালকেল্লার কাছে এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি হুন্ডাই আই-২০ ভ্যানে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পাশে থাকা আরও কয়েকটি গাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান এবং বহু মানুষ গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে

১-র পাতার পর-থাকছে। তবে সবচেয়ে বেশি অ্যালার্ট রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে সেখানে বজ্রবিদ্যুসহ বৃষ্টির পাশাপাশি প্রতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া শুক্রবারও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে। শুক্রবার থেকে দুর্যোগের মেঘ ঘনাবে সেদিন জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি- এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবারেও জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা বজায় থাকবে। পরবর্তীতে সোম ও মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটাই কমে আসবে বলে জানা গেছে।

ঘোষণা হল বিজেপি-র রাজ্য কমিটি

১-র পাতার পর-নবীন বড় চমক দিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় কমিটিতে স্থান করে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুই মুখ। এর মধ্যে জাতীয় সহ-সভাপতির আসন পেয়েছেন ডঃ মধুচ্ছন্দা কর। অন্যদিকে সর্বভারতীয় সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে। বঙ্গ বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার্থেই যে এই পদক্ষেপ, সে বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একমত।

১০ হাজার টাকায় 'বিক্রি' চার বছর ধরে জোর করে কাজ! গুজরাটে উদ্ধার নিখোঁজ কিশোর, গ্রেফতার ২

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ চার বছর আগে আহমেদাবাদ থেকে নিখোঁজ হয়েছিল ১৪ বছরের এক কিশোর। দীর্ঘ তদন্তের পর গুজরাটের পঞ্চমহল জেলা থেকে তাকে উদ্ধার করল ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট। পুলিশের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার পর ওই কিশোরকে মাত্র ১০ হাজার টাকায়

এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। এরপর তাকে দিয়ে গবাদি পশুর খামার ও বাড়িতে জোর করে কাজ করানো হত। একই জায়গা থেকে আরও দুই নাবালককেও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে আহমেদাবাদের হেবাতপুর এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোর। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন তার মা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হলেও দীর্ঘ সময় ধরে কিশোরটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে মামলাটির তদন্তে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। গুজরাট ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং অ্যান্টি -হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট যৌথভাবে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর আসে, পঞ্চমহল জেলার গোধরার কাছে নাদিসার গ্রামে কয়েকজন নাবালককে জোর করে শ্রমে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালান তদন্তকারীরা। অভিযানে নিখোঁজ ওই কিশোরের পাশাপাশি ১৬ ও ১৭ বছর বয়সি আরও দুই নাবালককে উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে বিভিন্ন ধরনের কাজ করানো হচ্ছিল। এই ঘটনায় দিনেশ ওড নামে ৪৭ বছর বয়সি এক শ্রমিক ঠিকাদার এবং ভরত ভারওয়াড নামে ৩৫ বছর বয়সি এক পশুপালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জনেই নাদিসার গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক দাবি, ২০২২ সালে ওই কিশোরকে অপহরণের পর দিনেশ ওড ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভরত ভারওয়াডের কাছে দিয়ে দেয়। এরপর থেকে তাকে ভরতের গবাদি পশুর খামার এবং বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য করা হত। পুলিশের অভিযোগ, কিশোরটি সেখান থেকে অন্তত দু'বার পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই তাকে ধরে ফেলা হয়। এরপর মারধর করার পাশাপাশি তাকে আটকে রাখা হয়েছিল বলেও পুলিশের দাবি। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েই শেষ পর্যন্ত কিশোরটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধার হওয়া অন্য দুই নাবালকের মধ্যে একজন নাদিসার গ্রামের বাসিন্দা এবং অন্যজন ভাদোদরার ছানি এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদেরও উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় উদ্ধার হওয়া কিশোরটির পারিবারিক পরিস্থিতিও অত্যন্ত জটিল। পুলিশ সূত্রের খবর, তার বাবা মানসিকভাবে অসুস্থ। অন্যদিকে, তার মায়েরও মৃত্যু হয়েছে। ফলে চার বছর পর উদ্ধারের পর আপাতত কিশোরটির দায়িত্ব তার কাকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ধৃত দু'জনকে সোলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অপহরণ, নাবালকদের জোর করে শ্রমে নিযুক্ত করা এবং মানবপাচার-সংক্রান্ত অভিযোগের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চার বছর ধরে নিখোঁজ থাকার পর এক কিশোরের এমন পরিস্থিতিতে উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এতদিন ধরে সে নজরের বাইরে ছিল এবং কীভাবে নাবালকদের জোর করে কাজে লাগানোর মতো ঘটনা ঘটতে পারল। তদন্ত এগোলে এই ঘটনায় আরও কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত ছিল কি না, সেই বিষয়টিও স্পষ্ট হতে পারে। তবে আপাতত উদ্ধার হওয়া তিন নাবালককে নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই তদন্তকারীদের অন্যতম অগ্রাধিকার।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের সময়সীমা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ০৯ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন উৎসবের সময় যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত যাত্রী ভি। নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুই জোড়া অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রেন নং ০৪০০৮০৪০০৭ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবানী আনন্দ বিহার টার্মিনাল) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ০৮০৪৭০৮০৪৮ (সাঁতরাগাছি জং. সাঁতরাগাছি জং.) স্পেশাল ট্রেন। এই স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলি অতিরিক্ত রেল সংযোগ এবং অতিরিক্ত যাত্রার সুবিধা প্রদান করবে। এর ফলে উৎসবের সময় যাত্রীরা আরও সুবিধাজনকভাবে নিজেদের যাত্রা পরিকল্পনা করতে পারবেন। এই ট্রেনগুলো তাদের বর্তমান সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে। -নাহরলগুন -১০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ট্রেন নং.০৪০০৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবানী ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবা মোট ৫টি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং.০৪০০৭ (যোগবানী আনঃদ বিহার টার্মিনাল) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১১ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৫টি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বীরভূমে জমি দখল, মুখ্যমন্ত্রীর

১-র পাতার পর-বলেছিলেন, ''বাউল সংস্কৃতি ও বাউলদের শিক্ষার প্রসারে আমরা ওই জায়গাটি ব্যবহার করতে চাই। কিন্তু জমিটি দখল হয়ে থাকায় এতদিন তা সম্ভব হয়নি।' জমি ফেরত পেয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতেই তাঁরা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। জমি দখলের অভিযোগে নানা সময়ে সরব হয়েছেন পূর্ণদাস বাউল। এক বার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অনুষ্ঠানেও এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুরাহা হয়নি। সূত্রের খবর, ১৯৭৭ সালে ইলামবাজার থানার কামারপাড়া মৌজায় রাস্তার ধারে চার বিঘা জমি কেনেন পূর্ণদাস বাউল। কিন্তু, ২০০৬ সালের পর থেকে সেই জমি ধীরে ধীরে জবরদখল হতে শুরু করে বলে অভিযোগ।

অভিষেকের আপ্তসহায়কের অ্যাকাউন্টে ১৫ কোটির রহস্যজনক লেনদেন!

১-র পাতার পর-পর্যবেক্ষণ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে সুমিত তদন্তকারীদের স্পষ্ট কোনও উত্তর না দিয়ে গোলমেলে ও অসঙ্গতিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। অন্যদিকে, সুমিতের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী গোপালশঙ্কর নারায়ণ এবং অয়ন ভট্টাচার্য। তাঁরা সুমিতের পক্ষে একটি পাল্টা লিখিত নথি জমা দিয়ে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। দুই পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ফের এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। শালবনিতে বেআইনি ভাবে সরকারি জমি বিক্রি ও জাল নথি তৈরির নেপথ্যে সুমিতের সম্মতি ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে আন্ত ঃ-রেলওয়ে স্কুল-কাম-পাঠ্যক্রম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গোরখপুর, ৯ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী বিভাগের তত্বাবধানে, গোরখপুর সদর দপ্তরের তিনটি স্কুল ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে একটি আন্ত ঃ-রেলওয়ে স্কুল-কাম-পাঠ্যক্রম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর, গোরখপুরে অবস্থিত এনই রেলওয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, এনই রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং এনই রেলওয়ে গার্লস ইন্টার কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় উসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩,৩০ মিনিটে গোরখপুরের রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে, যা উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতাটি তিনটি শ্রেণীর (৬-৮, ৯-১০ এবং ১১-১২) জন্য বিভিন্ন শাখায় আয়োজন করা হয়েছিল, যার মধ্যে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা - শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য এবং হালকা সঙ্গীত, সাহিত্যিক কার্যকলাপ - বক্তৃতা ও রচনা, কবিতা অন্তাক্ষরী এবং কুইজ প্রতিযোগিতা (বিজ্ঞান, গণিত ও সমাজবিজ্ঞান)। প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত কবিতা অন্তাক্ষরী অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ছিল এবং এর প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল, যা দর্শক ও অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহে ভরিয়ে তুলেছিল।এই আন্ত ঃ-রেলওয়ে স্কুল সহ-পাঠ্যক্রমিক প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হলো রেলওয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভা বিকশিত করা এবং এর মাধ্যমে দলগত চেতনা ও সুস্থ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা।

বিধানসভায় স্ট্যালিনের ভাঙা চোয়াল নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ বিজয়ের

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ফের চড়ল উত্তেজনার পারদ। বিধানসভার অধিবেশনে ডিএমকে প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের পুরনো শারীরিক আঘাতকে ইঙ্গিত করে আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগ উঠল অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের বিরুদ্ধে। সোমবার বিধানসভায় ডিএমকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তোলার সময় বিজয়ের একটি অঙ্গভঙ্গিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বাম শিবিরের নেতা পি শানমুগামও এই আচরণের সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন আচরণ একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। ঘটনার সূত্রপাত বিধানসভায় বিজয়ের বক্তব্যকে ঘিরে। ডিএমকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি। বক্তব্যে তদন্তকারী সংস্থার নথির প্রসঙ্গ টেনে স্ট্যালিন এবং তাঁর পুত্রকে নিশানা করেন বিজয়। পাশাপাশি দলীয় তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের জেরে ডিএমকে বিধায়করা তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ডিএমকে বিধায়করা কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। এর পরেই বিজয়ের একটি অঙ্গভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। ডিএমকে বিধায়কদের ওয়াকআউটের পরও বক্তব্য চালিয়ে যাওয়ার সময় বিজয় তাঁর ডান হাতের তালু চোয়ালের কাছে রাখেন। বিরোধীদের দাবি, এই অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে স্ট্যালিনের পুরনো চোয়ালের আঘাতকে ইঙ্গিত করে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কটাক্ষ করেছেন বিজয়। বিষয়টি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র

প্রতিক্রিয়া। স্ট্যালিনের চোয়ালের আঘাতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জরুরি অবস্থার সময় পুলিশি নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে তৎকালীন যুবনেতা এম কে স্ট্যালিন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল বলে রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই উল্লেখ করা হয়। এই প্রসঙ্গেই বিজয়ের আচরণের সমালোচনা করেন সিপিএম নেতা পি শানমুগাম। তিনি বলেন, কারও শারীরিক গঠন বা বাহ্যিক চেহারা নিয়ে উপহাস করা কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। কে সেই মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গি করেছেন, সেটিও তাঁর কাছে মুখ্য নয়। তবে কোনও মুখ্যমন্ত্রী যদি এমন আচরণ করেন, তা আরও বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শানমুগামের বক্তব্যকে ঘিরে অবশ্য রাজনৈতিক মহলে অন্য প্রশ্নও উঠেছে। কারণ, বিজয় সরকারের বাইরে থেকে বামপন্থী দলগুলির সমর্থন রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বাম শিবিরের একজন নেতার প্রকাশ্যে বিজয়ের সমালোচনা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। এদিকে, সোমবারের বিধানসভা অধিবেশনে বিজয় মূলত ডিএমকের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে আক্রমণ করতেই সরব হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছ প্রশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে রাজনীতি করা ডিএমকের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলেন তিনি। তদন্তকারী সংস্থার নথি এবং দলীয় তহবিলের প্রসঙ্গ তুলে ডিএমকের নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তোলেন বিজয়। ডিএমকে বিধায়কদের প্রতিবাদের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওয়াকআউট করলেও বিতর্ক থামেনি। বরং স্ট্যালিনের চোয়াল নিয়ে বিজয়ের অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ সামনে আসার পর রাজনৈতিক সংঘাত নতুন মাত্রা পেয়েছে। ঘটনার পর এখন মূল প্রশ্ন, বিজয়ের ওই অঙ্গভঙ্গি আদৌ স্ট্যালিনের পুরনো আঘাতকে লক্ষ্য করে করা হয়েছিল কি না। বিজয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত বিতর্ক আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যেই ঘটনাটি ব্যক্তিগত আক্রমণ বনাম রাজনৈতিক সমালোচনার সীমারেখা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ডিএমকে এবং বিজয়ের রাজনৈতিক শিবিরের সংঘাত এমনিতেই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। তার মধ্যে বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে ব্যক্তিগত শারীরিক আঘাতকে ঘিরে এমন বিতর্ক দুই পক্ষের রাজনৈতিক দূরত্ব আরও বাড়াতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, Tagori Bibi (Old name) W/o-Matiful Sk, Resident at, Vill- Shyampur, Po-Hassanpur, Ps-Suti, Dist-Murshidabad 742201 West Bengal, I have changed my name is Tagori Bibi to Tagari Bibi (New name) I shall be known as Tagari Bibi vied affidavit no. 22AC 943416 before the Notary at Berhampore on 07/09/2026 Tagori Bibi & Tagari Bibi is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Tuhin (Old name) S/o-Sirajul Sk, Resident at, Vill & Po-Natun Hasanpur, Ps-Hasanpur, Ps- Murshidabad. Dist-Murshidabad 742302 West Bengal, I have changed my name is Tuhin to Tuhin Sk (New name) I shall be known as Tuhin Sk vied affidavit before the Notary at Berhampore on 09/09/2026 Tuhin & Tuhin Sk is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sirajul Islam, Serajul Sk (Old name) S/o-Emani Sk, Resident at, Vill & Po-Natun Hasanpur, Ps-Hasanpur, Ps- Murshidabad. Dist-Murshidabad 742302 West Bengal, I have changed my name is Sirajul Islam, Serajul Sk to Sirajul Sk (New name) I shall be known as Sirajul Sk vied affidavit before the Notary at Berhampore on 09/09/2026 Sirajul Sk & Sirajul Islam, Serajul Sk is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Sader Ali Sk (Old Name) S/O–Badi Sk residing at Vill-Tatlapara , PO-Sujapur , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Sader Ali Sk to Chader Ali Sk and henceforth I shall be known as Chader Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Chader Ali Sk & Md Sader Ali Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Tajkera Bibi (Old Name) W/O–Naimuddin residing at Vill-Hajratpur , PO- Hazarat Jalalpur , PS-Chanchal , Dist-Malda, West Bengal 732123 do hereby declared that I have changed my name from Tajkera Bibi to Tajkera and henceforth I shall be known as Tajkera (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Tajkera & Tajkera Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rabiula Ali (Old Name) S/O–Kased Sk residing at Mallick Para , Salar , Dist-Murshidabad, West Bengal 742401 do hereby declared that I have changed my name from Rabiula Ali to Rabiol Alam and henceforth I shall be known as Rabiol Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Rabiol Alam & Rabiula Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nazrul Sk (Old Name) S/O–Farid Sk residing at Vill-Nazirpur Hindupara , PO-Nazirpur , PS-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Nazrul Sk to Najrul Sekh and henceforth I shall be known as Najrul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Najrul Sekh & Nazrul Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Badaruddin Dafader (Old Name) S/O–Ahamad Dafadar residing at Hatpukur , Birnagar , Taherpur , Nadia , West Bengal 741127 do hereby declared that I have changed my name from Badaruddin Dafader to Badoraddin Dafadar and henceforth I shall be known as Badoraddin Dafadar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Badoraddin Dafadar & Badaruddin Dafader both are same and one identical person.

Change of Name
I, RUPESH N SHETH S/O NAVIN CHANDRA U SHETH resident of 115, Bakul Bagan Road, Kolkata-700025 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declare my actual and correct name is RUPESH N SHETH as well as RUPRESH NAVIN CHANDRA SHETH, RUPESH NAVIN CHANDRA SHETH and RUPESH SHETH which is recorded in various documents, vide an affidavit no. 78663 sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Kolkata on 07/09/2026. RUPESH N SHETH, RUPRESH NAVIN CHANDRA SHETH, RUPESH NAVIN CHANDRA SHETH and RUPESH SHETH all are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ashir Akram Khan s/o Md Akram Khan residing at 1G, Sapgachi 1st Lane, 3rd floor, Tiljala,South 24parganas, West Bengal -700 039 do hereby solemnly affirm & declare that my father's actual name is Md Akram Khan instead of Akram Khan which is wrongly recorded in my school passing certificate & marksheet. vide an affidavit sworn before the LD. First Class Judicial Magistrate, Kolkata no. 307 dates on 05.09.2026. Md Akram Khan and Akram Khan both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Asim Kumar Maity S/o Hrishikesh Maity resident Vill. & P.O.-Gangasagar, P.S.-Gangasagar Coastal, Dist.-South 24 Parganas WB do hereby solemnly affirm and declare my mother's actual name Bulu Maity instead of Ramani Maity and henceforth she shall be know as Bulu Maity in all purpose, vide an affidavit no. 13894 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Classs at Kakdwip, South 24 Pgs on 7th September 2026. Bulu Maity and Ramani Maity both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Giasuddin Sheikh my father's (Old Name) Md Nasiruddin Sheikh residing at Vill & PO-Gajdharpara , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Nasiruddin Sheikh to Nasiruddin Sk and henceforth my father's name shall be known as Nasiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My father's name Nasiruddin Sk & Md Nasiruddin Sheikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Esaruddin Sk (Old Name) S/O–Nasiruddin Sk residing at Vill & PO-Gajdharpara , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Esaruddin Sk to Esaruddin Sekh and henceforth I shall be known as Esaruddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Esaruddin Sekh & Esaruddin Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Sibra Bibi Dafader (Old Name) D/O– Abdul Rahaman Mandal residing at Hatpukur , Birnagar , Taherpur , Nadia , West Bengal 741127 do hereby declared that I have changed my name from Sibra Bibi Dafader to Sibarabibi Dafadar and henceforth I shall be known as Sibarabibi Dafadar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026 . My name Sibarabibi Dafadar & Sibra Bibi Dafader both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Jahangir Hossain (Old Name) S/O–Abu Bakkar Sk resident of Vill - Purandarpur , Po-Maricha, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Jahangir Hossain to Jahangir Sk and henceforth I shall be known as Jahangir Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026. My name Jahangir Sk & Jahangir Hossain both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Hasina Bibi (Old Name) W/O–Iskandar Sk resident of Vill –Bhakuri Dakshinpara, Po-Balarampur, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Hasina Bibi to Jahanara Bibi and henceforth I shall be known as Jahanara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/09/2026. My name Jahanara Bibi & Hasina Bibi both are same and one identical person

পুজোর আগে শ্রীরামপুরে তাঁতিদের মুখে হাসি, সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কিনল তন্তুজ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে পুজোর আগে প্রথমবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর তাঁত কাপড় হাটে সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কিনল তন্তুজ। বুধবার দুপুরে তন্তুজের বিভিন্ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে শ্রীরামপুর, ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড় এলাকার তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় সংগ্রহ করা হয়। পুজোর মরশুমের আগে সরাসরি কাপড় বিক্রির সুযোগ পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার তাঁতিরা। এদিন তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কেনার সময় কাপড়ের গুণগত মান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় খতিয়ে দেখেন তন্তুজের আধিকারিকরা।

তাঁতিদের উৎপাদিত কাপড় সরাসরি সংগ্রহ করায় মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কিছুটা কমবে এবং তাঁতিরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায্য বাজার পাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিনের কর্মসূচিতে পরবর্তী সময়ে উপস্থিত হন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। তিনি তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। তাঁতিরা জানান, পুজোর আগে কাপড় বিক্রি হওয়ায় তাঁরা খুশি হলেও বর্তমানে হ্যান্ডলুম শিল্পের অবস্থা যথেষ্ট শোচনীয়। তাঁত চালানোর খরচ বাড়লেও সেই তুলনায় কাপড়ের দাম সবসময় পাওয়া যায় না। ফলে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। তাঁতিদের দাবি, সরকার যদি হ্যান্ডলুম শিল্পীদের জন্য নতুন করে আরও কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তাঁদের উৎপাদিত কাপড়ের দাম আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি সহযোগিতা আরও বাড়ানোরও দাবি জানান তাঁতিরা। অন্যদিকে, এদিন তন্তুজের পক্ষ থেকে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারকে মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে সংবর্ধনা দেন তন্তুজের চিফ মার্কেটিং অফিসার শিঞ্জিনি মুখার্জি। তাঁতিদের উদ্দেশ্যে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার বলেন, যাঁরা কাপড় উৎপাদন করছেন, তাঁরা ঘাবড়াবেন না। আপনারা যাতে সঠিক মূল্য পান, তার জন্য সরকার যেমন ভাবছে, তেমনই আমিও আমার এলাকার তাঁতিদের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি। তিনি আরও বলেন, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আগামী দিনে তাঁতিদের সুদিন ফিরবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। পুজোর আগে তন্তুজের পক্ষ থেকে সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কেনার এই উদ্যোগে একদিকে যেমন তাঁতিদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে সংকটে থাকা হ্যান্ডলুম শিল্প ঘুরে দাঁড়ানোর আশাও দেখছেন তাঁতিরা।

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Quotation for the work of Supplying at Departmental Stackyard factory-produced, ready-to-use, cold-applied pothole-repair premix comprising processed and dimensionally stable steel-slag aggregates, uniformly coated with customised modified bituminous binder and necessary adhesion / anti-stripping additives, conforming to CSIR–CRRI-developed technology; suitable for application and compaction at ambient temperature on wet or dry bituminous pavement without heating, including moisture-resistant sealed packaging, loading, transportation, unloading and stacking at the location directed by the Engineer-in-Charge, complete with manufacturer's test certificate, product approval / licence and batch-wise quality-conformity certificate. The premix shall be of 13.2 mm nominal size and shall conform in every respect to the Technical Specification at Part II of this e-NIQ and to IRC:SP:121-2018.**NIEQ No. : WBPWD/EE/HCD/NIQ 11/2026-27Tender ID: 2026_WBPWD_5023272_1**Bid submission start date (online): **11.09.2026 from 11:00 AM)**Bid submission closing date (online): **26.09.2026 up to 2:00 PM**Corrigendum if any will be published in website only.**Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা হুমায়ুন-পুত্র রবিনের, রেজিনগর জয় নিয়ে ১০০ আশাবাদী পিতা-পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে পাখির চোখ করে বুধবার দুপুরে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের ছেলে গোলাম নবী আজাদ ওরফে রবিন। বাবা হুমায়ুন কবীরকে সঙ্গে নিয়েই আজ বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান তিনি। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর এবং নওদা দু'টি আসন থেকেই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। পরে তিনি রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দেন। ফলে সেখানে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৬ অক্টোবর রেজিনগরে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ফল প্রকাশ হবে মহালয়ার ঠিক আগের দিন, ৯ অক্টোবর। এবার ওই আসনেই বাবার হয়ে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে আনবেন বলে আশাবাদী হুমায়ুন-পুত্র রবিন। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবিন বলেন, রেজিনগর উপনির্বাচনে জয় নিয়ে আমি একশো শতাংশ আশাবাদী। কারণ গত মে মাসেই বাবা এই আসন থেকে ৬০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই অঞ্চলের রাজনীতি করি। এখানকার মানুষ আমাদের চেনেন এবং আমরাও সবসময় মানুষের পাশে থাকি। জয় নিয়ে আশাবাদী হলেও ভোটের মার্জিন নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ রবিন। তিনি জানান, ৯ তারিখই দেখা যাবে মানুষ তাঁদের কতটা ভালোবাসা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আসন্ন উপনির্বাচনে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেসকে সরিয়ে একমাত্র বিজেপিকেই নিজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করছেন হুমায়ুন-পুত্র। তবে কোনওরকম হানাহানি নয়, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে একে অপরের পাশে থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ভোটে জেতার লক্ষ্যে প্রচার চালাবেন বলে দাবি তাঁর। এবারের প্রচারে তাঁর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার এলাকার উন্নয়ন। পানীয় জল, রাস্তাঘাট, আলো, এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি। রেজিনগরের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেই মানুষের কাছে ভোট চাইবেন বলে জানান রবিন। তবে প্রচারের ময়দানে কোনও সেলিব্রিটিকে আনবেন না বলেও সাফ জানিয়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, আমার কাছে আমার পার্টির কর্মীরাই সেলিব্রিটি। পাশাপাশি আমার বাবা হুমায়ুন কবীরও আমার কাছে সেলিব্রিটি। কর্মীদের নিয়েই আমি মানুষের দরবারে যাব। প্রথমবার ভোটের ময়দানে নামা নিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাও জানান রবিন। তিনি বলেন, এতদিন বাবার হয়ে প্রচার করেছি, এই প্রথম নিজে বিধানসভা ভোটে লড়াই করছি। তাই ব্যক্তিগত চাপ তো রয়েছেই। এখন নিজের দায়িত্ব তো আছেই এবং পরবর্তীকালে এলাকার মানুষের জন্য আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। আমার বিশ্বাস, রেজিনগরের মানুষ আমার ওপর তাঁদের ভালোবাসা উজাড় করে দেবেন।

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Short Notice Tender is hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, eligible and intending contractors/ agencies for execution of the work as detailed in the Tender Notice.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-199 of 2026-2027.
Memo. 2784 Dt. 09.09.2026
Name of Work: Logistic Support in respect of Accommodation Centres for CAPF in connection with PPLO & Other L/O Duties – Switching of One Additional Company of CAPF from Akhanagar Pallishree Bhaban to Shibpur Sikshalaya Urdu High School under Shibpur P.S.

NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-200 of 2026-2027.
Memo. 2785 Dt. 09.09.2026
Name of Work: Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 10/09/2026.
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in.**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী গোপাল দাস গত ইংরাজী ২৬।০৬।২০২৪ তারিখে ০৪৩৯৬ নং সাফ বিক্রয় কোবলা দ্বারা ডি. এস. আর হাওড়া অফিস হইতে জগদীশপুর মৌজায় অবস্থিত এল. আর ১৪৮৫ নং খতিয়ানে এল. আর ৪৮১৮ নং দাগে ৪. ৮৫ শতক জমি খরিদ করেন। যাহার আমমোক্তার ইহলেন বাসুদের ঘোষ পিতা- কার্তিক ঘোষ এবং আমমোক্তার দলিল গত ইংরাজী ২০১৮ সালে এ.ডি. এস. আর হাওড়ায় বুক নং-৪ এবং ০৫৯২ নং দলিলে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত মক্কেল নাম খারিজের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক। যদি কাহারও উক্ত জমির বিষয়ে আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য হইতে ১ মাসের মধ্যে বি. এল. আর.ও বালি জগাছায় অবগত করাইবেন।

ধন্যবাদান্তে,
বিনীত
Abhisek Roy
Adovcate
Judges Court, Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী মনোজ কুমার, পিতা- জলেশ্বর লাল প্রজাপতি গত ইংরাজী ১১.০১.৯৯ তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2/1999 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী সুশীল বাগানী, পিতা- তিনকড়ি বাগানী নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় RS-1379, 1380, 1381, 1382 নম্বর দাগে RS-472 নম্বর খতিয়ানে 60 শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L & LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী রঞ্জিত মাজী পিতা- ফুলকুমার মাজী, ইংরাজী ১০.০২.১২ তারিখে হাওড়া D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-150/12 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রীমতী করুণা মাজী, স্বামী-ফুল কুমার মাজী নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল 510 নম্বর দাগে হাল 1567 নম্বর খতিয়ানে 0.0165 ACV পরিমিত বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে, তিনি বালী জাগাছা B.L & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস্ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস্, সিউডস্ দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই-৪০০ ৭০৬

দখল নোটিশ

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

আমি, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (অতঃপর 'ইউএসএফবিএল' হিসেবে অভিহিত)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস-দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বই-৪০০৭০৬-এ অবস্থিত-সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর আওতায় একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলাম। উক্ত নোটিশে আপনাদের (ঋণগ্রহীতা, যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের** দাবির (চার্জ) সাপেক্ষে গণ্য হবে যার পরিমাণ ও সুদ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ	দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ তারিখ ও অর্থ	দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.ঃ USFBKOLLOAN000005016821 **১. ঘোষ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **পলাশ ঘোষ-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকৃত** **২. পলাশ ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **৩. সুনন্দা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৪. সুবিতি ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৫. পি কে স্পোর্টস (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** গ্রাম- জেসুরে, পাড়া- দক্ষিণ পাড়া, থানা- হাবড়া, পোস্ট- যশোরে, মৌজা- ১২৪, দাগ- ৫৭৩, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৩৩, ভারত, উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৩। **এছাড়াও** মৌজা- জেসুর, জেএল নং- ১১২৪ দাগ নং- ৫৭৩, খতিয়ান নং. ৩৪৬, পোস্ট- জেসুর, থানা- হাবড়া, পৃথিবী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কো-৭৪৩২৩৩, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৩। **ক্রমিক নং ২-এর ঠিকানাঃ** জাসুর, জেসুর, উত্তর ২৪ পরগণা, জেসুর জেওলডাঙ্গা। জাসুর ঘোষ পাড়া ৩. উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৩.। **ক্রমিক নং ৩-এর ঠিকানাঃ** জাসুর, জেসুর, উত্তর ২৪ পরগণা, জেসুর জিওলডাঙ্গা, যসুর ঘোষ পাড়া উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৩। **ক্রমিক নং ৪-এর ঠিকানাঃ** জাসুর জাসুর জেসুর উত্তর ২৪ পরগনা জেসুর উত্তর পরগনা ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৩. **ক্রমিক নং ৫-এর ঠিকানাঃ** অফিস ব্যবসায়িক ঠিকানা গ্রাম- জিওলডাঙ্গা, পাড়া- জিওলডাঙ্গা, থানা- হাবরা, পোস্ট- জেসুর জেওলডাঙ্গা, মৌজা- ১২৪, দাগ- ৫৭৩, হাবরা রেলওয়ে স্টেশন উত্তর ২৪ পরগনা ৪২৩৩৭ পশ্চিমবঙ্গ।	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা থানার অন্তর্গত পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার (পিন-৭৪৩২৩৩) মৌজা জসুর (বর্তমানে পৃথিবা)-জে.এল. নং ১২৪, তৌজি নং ২০০৭, আর.এস. নং ৩২-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৫৭৩ (খতিয়ান নং ৪৫৫ ও সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪৬)-এর অন্তর্গত প্রায় ২১.৪ ডেসিমেল আয়তনের জমি এবং তার ওপর অবস্থিত সমস্ত কাঠামো। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ **পূর্ব দিকেঃ** পুকুর **পশ্চিম দিকেঃ** ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা **উত্তর দিকেঃ** অভিজিৎ ঘোষ ও শিল্পা ঘোষের জমি **দক্ষিণ দিকেঃ** শ্যামল ঘোষের জমি।	০৭.০৩.২০২৬ **৬৩,৭৮,৭১৪.০০/- টাকা (তেষট্টি লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশ চোদ্দ টাকা মাত্র)** **০৬.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**	০৭.০৯.২০২৬
২.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.ঃ USFBKOLLOAN000005014290 **১. এম এস বকশি মার্বেল (ঋণগ্রহীতা)** **সৌরীশ বকশি-র মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকৃত** **২. সৌরীশ বকশি (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **৩. সুস্মিতা বকশি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** গ্রাম- বাগনা, পাড়া- পাকা রাস্তা ধর, থানা- গাইঘাটা, পোস্ট- গাইঘাটা, মৌজা- ৩০, দাগ- ১৭০৪, উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৪৯, উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯। **এছাড়াও** মোজা- বাগনা, জে.এল. নং ৩০, এল.আর. দাগ নং. ১৭০৪, খতিয়ান নং ১৪০০, জলেশ্বর, গাইঘাটা, থানা এবং পোস্ট গাইঘাটা, জেলা। ২৪ পরগনা উত্তর, ৭৪৩২৪৯ জলেশ্বরের অধীনে ১নং. গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত জলেশ্বর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অবস্থিত-বাগনা মৌজা (জে.এল. নং ৩০, তৌজি নং ১৭)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৭০৪-এর ওপর স্থিত-প্রায় ৫.২৫ ডেসিমেল (কম-বেশি) আয়তনের জমি এবং তার ওপর নির্মিত পাকা মেঝে-বিশিষ্ট ৪৭৭.৬২ বর্গফুটের কাঠামো (টেকনিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী)। এই সম্পত্তিটি এল.আর. খতিয়ান নং ৯৯৬ ও ১০১৬ (যা বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১৪০০-এর সাথে সংশ্লিষ্ট)-এর আওতাভুক্ত। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ **উত্তরেঃ** রঞ্জিত পাল ও অন্যান্যদের সম্পত্তি **দক্ষিণেঃ**অবনী দাসের সম্পত্তি **পূর্বেঃ** সইদুল মণ্ডল ও অন্যান্যদের সম্পত্তি **পশ্চিমেঃ** পাকা যশোর রোড ও অবনী দাসের সম্পত্তি।	০৭.০৩.২০২৬ **৫৮,৫০,০২০.০০/- টাকা (আটান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং কুড়ি টাকা মাত্র)** **০৬.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**	০৭.০৯.২০২৬
৩.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.ঃ USFBKOLLOAN000005005399 **১. কিলিশপুর ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং (ঋণগ্রহীতা)** **প্রতিনিধিত্বকারীঃ অর্জুন ঘোষ** **২. অর্জুন ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **৩. মঞ্জু ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৪. বাবুসোনা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** গ্রাম কিলিশপুর পোঃ নিমদরিয়া, দত্তপুকুর উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৯৪. **এছাড়াও** মৌজা কিলিশপুরে জে.এল. নং ১৪৭ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং. ১৩৯ এল.আর. খতিয়ান নং ১২৮০, থানা- দত্তপুকুর উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৯৪। **ক্রমিক নং ২ এবং ৩-এর ঠিকানাঃ** কিলিশপুর উত্তর ২৪ পরগনা, নিমদরিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, আরকেএম ভেটা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **ক্রমিক নং ৪-এর ঠিকানাঃ** কিলিশপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, নিমদরিয়া পশ্চিমবঙ্গ, আরকেএম ভেটা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৯৪।	পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত থানার অন্তর্গত কোট্রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অবস্থিত-মৌজাঃ কিলিশপুর, তৌজি নং ১৪৬, জে.এল. নং ১৪৭, এল.আর. দাগ নং ১৩৯ (এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৯, বর্তমানে ১২৮০)-এর অন্তর্ভুক্ত- প্রায় ২৫ ডেসিমেল পরিমাণের সেই জমি ও তার ওপর নির্মিত কাঠামো (কম-বেশি যা-ই হোক না কেন)। এর সীমানা বা চতুঃসীমা হলো-**উত্তরেঃ** চণ্ডীচরণ সরদারের সম্পত্তি **দক্ষিণেঃ** অক্ষয় কুমার ও অন্যান্যদের সম্পত্তি **পূর্বেঃ** আতার আলীর সম্পত্তি **পশ্চিমেঃ** প্রতাপ ঘোষ ও অন্যান্যদের সম্পত্তি।	০৭.০৩.২০২৬ **২০,০১,০৪৫.৯৫/- টাকা (কুড়ি লক্ষ এক হাজার এবং পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)** **০৬.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**	০৮.০৯.২০২৬

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 302 **Tender Notice Date: 9/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 302/9/2026-2027** dated 09/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2 pm).
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 301 **Tender Notice Date: 9/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 301/9/2026-2027** dated 09/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2 pm).
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 300 **Tender Notice Date: 9/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 300/9/2026-2027** dated 09/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2 pm).
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of Meeting Hall at 1st Floor of 5 No. Borough Office, Piyala Village within Ward No.-32 under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-092/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5023263_1 ● Est. Amount : Rs. 27,59,248.00
Last Date : **24-09-2026, 5:00 PM**

2) Name of the Work : Electrical distribution wiring for the toilet block beside Edison Road, 6th No. Street near Edison Sabuj Sangha Club under Ward No.-07, DMC
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-21/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5023182_1 ● Est. Amt: Rs. 23,323.00
Last Date : **17-Sep-2026, 05:00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

NIT No. - 03/BDO/MAN-I/2026-27 on behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) nos, sealed tender consisting of 01 (One) nos, for Construction of Different Development Schemes are invited by the Undersigned from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of any type of construction of works as mentioned in the N.I.T.
For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Tender amount etc. may be viewed from **http//tenders.wb.gov.in** & office Notice Board in office hour. Last date of application for **NIT No. - 03/BDO/MAN-I/2026-27 is 16.09.2026 upto 6 PM.**

Sd/-
Block Development Officer
Manbazar-I Development Block
Memo- 14/ADV/ICA/PURU dt.09/09/2026

NIeT No. WB/HURA/EO/NI(e)T-01/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal 1 (one) no. sealed e-tender consisting of 18 (Eighteen) nos for different work is invited by the Undersigned from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.(e)T.
For detail of each group may be available from the website **"www.wbtenders.gov.in"** Last date of application in online 14/09/2026, upto 4.00 P.M. Tender Id: 2026_ZPHD_5022385_1 to 2026_ZPHD_5022385_18.

Sd/-
Executive Officer
Hura Panchayat Samity
Memo- 17/ADV/ICA/PURU dt.09/09/2026

OFFICE OF THE
PASCHIM MEDINIPUR ZILLA PARISHAD

ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Tender is hereby called from resourceful and eligible Contractors for above NIT(s). Intending bidders may download tender documents of PMD/N-207 to 213/2026-27 from e-procurement portal from 10.09.2026 at 12-00 Hours to 23.09.2026 up to 17.00 For details visit e-procurement portal of Govt. website **www.tenders.wb.gov.in**

Sd/-
District Engineer
Paschim Medinipur Zilla Parishad
Memo no- 648(3)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Dated- 09.09.2026

Office of the
Karkach Gram Panchayat

eTender Notice

eTender has been floated for 1 (One) Nos. of work under Karkach G.P. of Gazole P.S., Malda, e Tender No.-01/KGP/ 2026-27 Dated: 8th September, 2026, Bonafied contructors are requested to visit-**https://tenders.wb.gov.in**/nicgep/app or Contact Office Notice Board.

Sd/-
Executive Assistant
Karkach Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.- IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/05/26-27/R
Name of the Work : **Repairing of Road surface at Manicktala Bazar Lane from 123/2/H/71, A. P. C. Road to 123/2/H/82, A. P. C. Road in Ward No. 27 under Br.-IV ;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,62,151.93;** Earnest Money: **Rs. 5,250.00;** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/023/E6/26-27/R
Name of the Work : **Restoration of stone set and concrete footpath at a Portion of K. K. Tagore Street from 37 to 35 K. K. Tagore Street in Ward No. 23 under Br.-IV** ; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,02,881.37;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid **: 16.09.2026 - 11 a.m.[For Sl. No. 1 & 2];** The tender will be opened on : **18.09.2026 - 11 a.m.[For Sl. No. 1 & 2];** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 - 5 p.m.** from the **website: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br. - IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : IX/080/007/2026-2027
Name of the Work : **Maintenance of Daighat, Jute Mill Ganga Ghat and Nature Park Ghat by Colour Wash, Spreading Silver Sand and Minor repairing works in Ward No. 80;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,432.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid **: 21.09.2026 - 12 noon;** The tender will be opened on : **23.09.2026 - 12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/IX/078/013/2026-2027
Name of the Work : **Restoration of IPS footpath at 57, D. H. Road to 23/1, Ekbalpore Lane, 5/1, 11, 15, Rajab Ali Lane and etc. in Ward No. 78;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,631.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/078/009/2026-2027/UTTARAN (2nd Call)
Name of the Work : **Improvement of Uttaran sewer line at 13, Mayurbhanj Road, 4/3, 5/H/2, Bhukailash Road, 2B, 43/1, Ekbalpore Lane and surrounding area in Ward No. 78;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,54,071.00;** Earnest Money: **Rs. 9,200.00;** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid **: 22.09.2026 - 12 noon[For Sl. No. 2 & 3].;** The tender will be opened on : **24.09.2026 - 12 noon[For Sl. No. 2 & 3].** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 - 5 p.m.** from the **website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br. - XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : XI/114/013/26-27/R
Name of the Work : **Construction of catchpits at Purba Anandapally, Talbagan, Haritakitala and other allied works at different places in Ward No. 114, Br.-XI;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,95,630.17;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid **: 19.09.2026 - 12 noon;** Date and time of opening of bid : **21.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026** from **5 p.m.**

(2) NIT No. : XI/333/004/2026-27/R
Name of the Work : **Supplying, spreading of silver sand at different places in front of Puja Pandals in Ward No.103&104;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,81,480.69;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid **: 17.09.2026 - 5 p.m.;** Date and time of opening of bid : **19.09.2026 - 5 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2026 - 5 p.m.** From the website**: https:// etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br - XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/132/001/26-27/P&S (1st Call)
Name of the Work : **Providing Druma and Labour at different immersion Ghats of Br.- XIV (Ward Nos.129, 130, 131 & 132);** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 1,87,195.30;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/127/018/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Bituminous Road at S. P. Chatterjee Road and Keyatala Front Road near Premises No. 9, 22, & 11/29 etc. in Ward No. 127;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,95,198.18;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **14 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIV/121/003/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Bituminous Road by repairing of Potholes, Craters, Depressions at different stretches at the bye Lane of R. R. M. Roy Road and P. B. Road, etc . in Ward No. 121;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,98,403.42;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIV/127/017/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Supplying and Spreading of Silver Sand at different locations of Bye Lane of Sonamukhi Road, Ho Chi Minh Sarani, Sarsuna Main Road and K. D. Road etc. in Ward No. 127;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,47,326.60;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **50 days.**

(5) NIT No. : KMC/XIV/131/04/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Bituminous passages by repairing of Potholes, Craters, Depressions at different Stretches at the Bye Lanes of Parnasree Pally, Nivedita Sarani, K. D. M. Road etc. in Ward No. 131;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,99,804.16;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/XIV/121/002/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of damaged portions and cuttings at different concrete passage in the Bye Lanes of R. R. M. Roy & P. B. Road etc. in Ward No. 121;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,97,946.11;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(7) NIT No. : KMC/XIV/127/016/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Bituminous Road at Rakshit Para Road near Premises No. 16/8, 33 and 21 etc. in Ward No. 127;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,91,767.69;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **21 days.**

(8) NIT No. : KMC/XIV/131/05/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of damaged portions and cuttings at different concrete passage in the Bye Lanes of B. N. Road, N. S. Road, Bangasree Pally etc. in Ward No. 131;** Estimated Amount (including GST& CESS): **Rs. 2,97,186.49;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(9) NIT No. : KMC/XIV/121/004/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of damaged concrete passage in the Bye Lanes of Netaji Sarak near Premises No. 66/5 and 82A, etc. P. B. Road in Ward No. 121;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,83,499.46;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **15 days.**

(10) NIT No. : KMC/XIV/132/004/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Bituminous Road by repairing of Potholes, Craters, Depressions at different Stretches at the Bye Lanes of U. B. Road, P. P. Road, B. P. Road, B. L. T. Road etc. in Ward No. 132;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,94,237.78;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid **: 19.09.2026 up to 5 p.m.[For Sl. No. 1 to 10];** Tender will be opened on : **21.09.2026 - 5 p.m.[For Sl. No. 1 to 10];** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026** from **5 p.m.** from the **website : https://etender.wb.nic.in[For Sl. No. 1 to 10].**

(11) NIT No. : KMC/XIV/128/005/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenanc of Bituminous Road by repairing of Potholes, Craters, Depressions at different Stretches at the Bye Lane of B. C. Road, Parui Pucca Road, Parui Das Para Road etc. in Ward No. 128;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,484.66;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(12) NIT No. : KMC/XIV/130/004/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenanc of damaged concrete passage in the Bye Lanes of N. S. Road near Premises No. 41/1 & 43/16 etc. in Ward No. 130;** Estimated Amount: **Rs. 1,94,827.38;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **15 days.**

(13) NIT No. : KMC/XIV/130/002/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenanc of damaged portions and cuttings at different concrete passage in the bye Lanes of B. S. Road, B. C. Road & R. K. Sarani etc. in Ward No. 130;** Estimated Amount: **Rs. 2,82,494.99;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.**

(14) NIT No. : KMC/XIV/130/003/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenanc of Bituminous Road by repairing of Potholes, Craters, Depressions at different Stretches at the Bye Lane of B. S. Road, B. C. Road, and R. K. Sarani etc. in Ward No. 130;** Estimated Amount: **Rs. 2,97,988.04;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid **: 21.09.2026 up to 4 p.m.[For Sl. No. 11 to 14];** Tender will be opened on : **23.09.2026 - 4 p.m.[For Sl. No. 11 to 14];** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 - 4 p.m.** from the **website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 11 to 14].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br. - XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/012/26-27
Name of the Work : **Maintenance of Road by Laying hot-mix at Gopal Nagar Banstala near Banstala Auto Stand in Ward No. 142;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,93,807.63;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/013/26-27
Name of the Work : **Supplying and Spreading of Silver Sand at different Puja Pandle in Ward No. 142 & 144 ;** Estimated Amount including GST & CESS): **Rs. 1,74,304.33;** Earnest Money: **Rs. 3,500.00;** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/014/26-27
Name of the Work : **Supply and Spreading of Good Earth in different Road (Sadhurdanga, Hazrapara, etc) in Ward No. 142;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,92,920.61;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid **: 19.09.2026 up to 12 noon[For Sl. No. 1 to 3].;** The tender will be opened on : **21.09.2026 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3]..** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 - 5 p.m.** from the **website: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

474/26-27

সাতাশের সাফ গেমসের আসর বসতে চলেছে পাকিস্তানে, অংশ নেবে ভারত?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৭ সাল। ভেন্যু পাকিস্তান। সেখানেই বসতে চলেছে সাফ গেমসের আসর। কিন্তু ভারতীয় অ্যাথলিটরা কি আদৌ পড়শি দেশে যাবেন? আপাতত এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। এদিন সেই জল্পনারই জবাব দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। তাদের সাফ কথা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সাম্প্রতিক নীতি মেনেই নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির নির্দেশিকা, পাশাপাশি ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্বার্থ, এই দুইয়ের ওপর ভিত্তি করেই ঠিক হবে ভারতের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ। আগামী বছর ৩ থেকে ১১ এপ্রিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে সাফ গেমস। খেলা ইসলামাবাদ, লাহোর এবং পেশোয়ারে। সাউথ এশিয়া অলিম্পিক কাউন্সিল ইতিমধ্যে মেগা ইভেন্টের দিনক্ষণ ও ভেন্যুতে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছে। ঠিক এরপরই শুরু চর্চা। ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে এই বিষয়ে সওয়াল করা হলে তিনি স্পষ্ট জবাব দেন। তাঁর কথায়, ''যে কোনও আন্তর্জাতিক বা বহুপাক্ষিক টুর্নামেন্টে ভারতের অংশগ্রহণ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের সাম্প্রতিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই নীতিটি পাবলিক ডোমেনে রয়েছে, দয়া করে সেটি দেখে নিন। এই ধরনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির নির্দেশিকা এবং আমাদের খেলোয়াড়দের স্বার্থের দ্বারা আমরা পরিচালিত হই।'' ক্রীড়া মন্ত্রকের নীতি অত্যন্ত স্বচ্ছ। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বা টুর্নামেন্ট হবে না। পাকিস্তানে খেলতে যাবে না ভারত। একইভাবে দেশের মাটিতেও পাক দল কোনও দ্বিপাক্ষিক টুর্নামেন্ট বসবে না। কিন্তু বহুপাক্ষিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিয়মটি প্রযোজ্য নয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের প্রতি ভারতীয় নীতি' শীর্ষক ফাইলে যার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ভারত বা বিদেশে আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক ইভেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিক স্পোর্টস বডিগুলির অনুশীলন এবং আমাদের নিজেদের খেলোয়াড়দের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হই। আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতের একটি বিশ্বাসযোগ্য ভেন্যু হিসেবে উত্থানকেও বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক। সেই অনুযায়ী, ভারতীয় দল এবং ব্যক্তিগত খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলিতে অংশ নেবে যেখানে পাকিস্তানের দল বা খেলোয়াড়রাও রয়েছে। একইভাবে, ভারতের মাটিতে আয়োজিত এই ধরনের বহুপাক্ষিক ইভেন্টে পাক খেলোয়াড় এবং দলগুলিও অংশ নিতে পারবে।''

ম্যারাথন টাইব্রেকে আলকারাজকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের শেষ চারে শেলটন

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক সিটি, ৯ সেপ্টেম্বরঃ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে অঘটন। ম্যারাথন লড়াইয়ের শেষে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিলেন অষ্টম বাছাই বেন শেলটন। পাঁচ সেটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা হল পঞ্চম সেটের ১০ পয়েন্টের টাইব্রেকে। ১৪৬ মাইল প্রতি ঘণ্টার এক দুর্ধর্ষ এসের সাহায্যে আলকারাজ-বধ মার্কিন তারকার। ম্যাচের চূড়ান্ত ফল শেলটনের পক্ষে ৬-৭ (৫-৭), ৬-১, ৬-৩, ১-৬, ৭-৬ (১০-৭)। স্থানীয় সময় রাত ১১টার পর শুরু হয়েছিল এই কোয়ার্টার ফাইনাল। টানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে দেরিতে (রাত ৩টে পার করে) শেষ হওয়া ম্যাচ। কব্জির মারাত্মক চোট সারিয়ে দীর্ঘ বিরতিশেষে এবারের আসর ছিল স্প্যানিশ তারকার প্রথম মেগা টুর্নামেন্ট। কিন্তু শেলটনের আগ্রাসী টেনিসের সামনে শেষরক্ষা হল না। এর আগে কখনও স্প্যানিশ মহাতারকার বিরুদ্ধে জেতেননি শেলটন। ঘরের মাঠে

অবশেষে সেই অধরা জয় ছিনিয়ে নিলেন তিনি। প্রথম সেট টাইব্রেকে জিতে নেন আলকারাজ। এরপরই দুর্দান্ত মেজাজে ঘুরে দাঁড়ান শেলটন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট তিনি অনায়াসে জেতেন ৬-১, ৬-৩ গেমে। চতুর্থ সেটে ফের আলকারাজের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। ৬-১ গেমে সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তিনি। তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ এই লড়াই গড়ায় পঞ্চম সেটে। সেখানে কেউই একে অপরের সার্ভ ভাঙতে পারেননি। ৬-৬ অবস্থায় ম্যাচ গড়ায় ১০ পয়েন্টের টাইব্রেকে। টাইব্রেকের পরতে পরতে রোমাঞ্চ। কখনও আলকারাজ এগিয়ে যান, তো কখনও শেলটন। মিনি-ব্রেক করে একসময় লিড নিয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড। ঠিক তখনই ১৪৬ মাইল গতির এক বিধ্বংসী সার্ভে লিড নেন মার্কিন তারকা। প্রবল চাপে পড়ে একটি ফোরহ্যান্ড সরাসরি বাইরে মারেন আলকারাজ। সেই মহামূল্যবান সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের সার্ভে নিখুঁত এসে ম্যাচ জিতে নেন শেলটন। আলকারাজকে ছিটকে দেওয়ার পর এবার সেমিফাইনালে শেলটনের সামনে স্বদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ চারে তিনি মুখোমুখি হবেন ফ্রান্সিস টিয়াফোর। মঙ্গলবারই অ্যালেক্স মিশেলসেনকে হারিয়ে সেমিতে উঠেছেন টিয়াফো। প্রথম দুই সেটে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নেন। এবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দুই মার্কিন তারকার সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। ঘরের মাঠে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন দেখছেন দু'জনেই।

হার মানল বিসিসিআই-এর জেদ

এশিয়ান গেমস আয়োজকদের ঠিক করা হোটেলেই থাকবে টিম ইন্ডিয়া

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বরঃ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকে কাঠি প।বে এশিয়ান গেমসের। তবে প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চিন্তা বেড়েছিল আইচি-নাগোয়ায় ক্রিকেটারদের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে। পাঁচতারা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা না থাকায় বারবার এই বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিসিসিআই। কিন্তু লাভ হলো না সেই জেদে। বিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা জানিয়ে দিলেন এশিয়ান গেমস আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়া হোটেলেই থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বিসিসিআই-এর দাবি, পাঁচতারা না হলেও ক্রিকেটারদের জন্য থাকার ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো এবং আরামদায়ক। পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা। তিনি জানান, নাগোয়ায় ভালো মানের হোটেলের সংখ্যা কম থাকায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে নাগোয়াতেই আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়া আবাসনে থাকবে ভারতীয় দল। রাজীব বললেন, ''আয়োজকরা যে ব্যবস্থা করছেন, ক্রিকেটাররা সেখানেই থাকবে। ওঁরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন, সেই বিষয়টি আমরা নজরে রাখছি। পাঁচতারা

হোটেল পাওয়া যায়নি, তবে থাকার ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো।'' তবে হোটেল নিয়ে একটা বিষয় নিশ্চিত। ভারতীয় ক্রিকেটারদের আলাদা আলাদা ঘর দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাঁদের রুম শেয়ার করতে হবে না। ভারতীয় ক্রিকেটারদের টোকিও বা ওসাকায় রাখার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু দুই শহরই নাগোয়া থেকে বেশ দূরে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। রাজীব শুক্লা জানালেন, টোকিও এবং ওসাকা দু'জায়গাতেই বুলেট ট্রেনে যেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। তা ছাড়া এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া সমস্ত দলকেই একসঙ্গে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ''সমস্যা হলো নাগোয়ায় খুব বেশি হোটেল নেই। টোকিও যেতে বুলেট ট্রেনে লাগবে দেড় ঘণ্টা। ওসাকাতেও তাই। কিন্তু এশিয়ান গেমসে সব অংশগ্রহণকারী যেন একটা পরিবারের মতো। তাই কিছু দল টোকিওতে আর কিছু দল ওসাকায় থাকবে, সেটা দেখতে ভালো লাগে না।'' হোটেল নিয়ে আলোচনার মাঝেও বিসিসিআই-এর কাছে চিন্তার বিষয় ছিল নাগোয়ায় ক্রিকেটের মাঠ, উইকেট এবং ড্রেসিংরুমের মান। রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, সেই সমস্যাগুলিও এখন অনেকটাই মিটেছে। তিনি বলেন, ''বড় সমস্যা ছিল মাঠ, উইকেট এবং ড্রেসিংরুম। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের একটি দল সেখানে গিয়েছিল। আয়োজকরা বিষয়গুলির সমাধান করেছে।'' এদিকে গেমসে ভারতের দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর জল্পনাও উড়িয়ে দিয়েছেন রাজীব শুক্লা। সাফ বক্তব্য, ''আমরা বি দল পাঠাচ্ছি, এটা সম্পূর্ণ গুজব। আমাদের সেরা প্রতিভাবানদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ দলই যাচ্ছে। আশা করি আমরাই জিতব।'' উল্লেখ্য, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর টোকিওর উদ্দেশে রওনা দেবে দল। ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়ান গেমসের মূল অভিযান।

হলান্ডের জোড়া গোলে জয়ে শুরু সিটির

সংবাদ সংস্থা, পোর্তো (পর্তুগাল), ৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রাথমিক পর্বের প্রথম ম্যাচে পোর্তোর মাঠে মঙ্গলবার ২-০ গোলে জিতেছে সিটি। দুটি গোলই করেছেন আর্লিং হলান্ড। পুরো ম্যাচে গোলের জন্য ২০টি শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে সিটি, আটটি সেভ করেন কস্তা। আর পোর্তোর পাঁচ শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। বল দখলে শুরু থেকে সিটি আধিপত্য করলেও, তারা প্রথম পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারে ২১তম মিনিটে। বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছ থেকে ফিল ফোডেনের ক্রসে আর্লিং হলান্ডের জোরাল হেড দুর্দান্ত রিফ্লেক্সে আটকান দিয়োগো কস্তা। ৩২তম মিনিটে আবার সিটির সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ান কস্তা। এবার ডাবল সেভে দলকে রক্ষা করেন ২৬ বছর বয়সী গোলরক্ষক। বক্সের ভেতর থেকে হলান্ডের শট ঠেকিয়ে দেন তিনি। এরপর, রায়ান শের্কির নিচু শটও আটকে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে প্রতিপক্ষকে আর আটকে রাখতে পারেননি কস্তা। ৪৭তম মিনিটে বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছে বল গোল-কিক হওয়া থেকে বাঁচিয়ে কাটব্যাক করেন শের্কি। এন্সো ফার্নানেন্দজের আলতো ক্রসে হলান্ডের হেডে বল পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। গোল হজমের পর কয়েকবার সিটির রক্ষণে ভীতি ছড়ায় পোর্তো। ৫৪তম মিনিটে কর্নার থেকে আলবের্তো কস্তা হেড

করে বল পাঠান গোলমুখে, কিন্তু দূরের পোস্টে প্রয়োজনীয় টোকাটা দিতে পারেননি পেরেজ। তিন মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে ভারেয়ার শট অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে যায়। ৬৬তম মিনিটে জানলুইজি দোন্নারুম্মার অসতর্কতায় বিপদে পড়তে বসেছিল সিটি। বক্সের বাইরে বেরিয়ে এসে আড়াআড়িভাবে পাস দেওয়ার চেষ্টা করেন ইতালিয়ান গোলরক্ষক। পোর্তোর এক খেলোয়াড় আগেই আঁচ করতে পেরে বাড়িয়ে দেন পা। তার পায়ে লেগে পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায় বল। শেষ দিকে সিটি আবার চাপ বাড়ায়। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে বক্সে রায়ান আইত-নুরির পাস পেয়ে নিচু শটে দ্বিতীয় গোলে জয় প্রায় নিশ্চিত করেন হলান্ড। সিটির জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হলান্ডের গোল হলো ৩৬টি। এই প্রতিযোগিতায় এতদিন দলটির সর্বোচ্চ গোলদাতা সের্হিও আগুয়েরোর পাশে বসলেন নরওয়ের তারকা। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫৯ ম্যাচে ঠিক ৫৯টি গোল হয়ে গেল হলান্ডের। বাকি সময়ে দুইবার গোল পাওয়ার খুব কাছাকাছি যান কদিন আগে ব্রিটিশ রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে সিটিতে যোগ দেওয়া ফার্নান্দেজ। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের একটি ফ্রি-কিক অল্পের জন্য বাইরে যায়। কিছুক্ষণ পর তার শট পোস্টের কোণা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কস্তা দারুণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি ঠেলে দেন।

স্পেনে আরেকটি ক্লাব কিনছেন মেসি

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৯ সেপ্টেম্বরঃ এলদেন্সে এখন খেলছে স্পেনের 'সেগুন্দা' ডিভিশিনে, স্প্যানিশ ফুটবলে যা দ্বিতীয় শীর্ষ স্তর। লা লিগার পরের ধাপ এটি। এলদেন্সের বর্তমান মালিকানা কলম্বিয়ান বিনিয়োগ গোষ্ঠী 'গ্রুপো টিএইচ'-এর কাছে। কলম্বিয়া ও সুইজারল্যান্ডে আরও ক্লাব আছে এই গ্রুপের। চুক্তিটি এখন যথাযথ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়া এবং স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সিএসডি)-এর প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষায়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে, টিএইচ গ্রুপের কাছে থাকা সমস্ত শেয়ার অধিগ্রহণের জন্য নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন মেসি এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে ঘোষণা আসবে। স্পেনের ভালেন্সিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এলদা শহরের ক্লাব এই এলদেন্সে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি বেশিরভাগ সময় নিচু স্তরের লিগগুলোতেই কাটিয়েছে। কিন্তু নতুন বিনিয়োগের পর তাদের উন্নতি হয়েছে তরতর করে। গত চার মরসুমের তিনটিতেই তারা দ্বিতীয় স্তরে খেলেছে। এলদা শহরের জনসংখ্যা ৫৬ হাজারের কাছাকাছি। ক্লাবের ঘরের মাঠের দর্শক ধারণ ক্ষমতা ৫ হাজার ৭৭৬ জন। চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে

ফুটবলে মেসির ক্রমবর্ধমান মালিকানার পোর্টফোলিওকে আরও সমৃদ্ধ করবে। গত ১৬ এপ্রিল তিনি কিনে নেন স্পেনের পঞ্চম স্তরের ক্লাব কর্নেইয়া। তবে তার বিনিয়োগ করা প্রথম পেশাদার ক্লাব হবে এলদেন্সে। কর্নেইয়া এখনও আধা-পেশাদার। এছাড়া ইন্টার মায়ামিতে ফুটবলার হিসেবে চুক্তি শেষ হলে ক্লাবটির একটি অংশীদারিত্ব পাবেন মেসি। এছাড়াও মায়ামি সতীর্থ ও প্রিয় বন্ধু লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে উরুগুয়ের দল দেপোর্তিভো এলএসএম-এর সঙ্গেও আংশিকভাবে সম্পৃক্ত তিনি। এলদেন্সে এবং কর্নেইয়ার মালিকানা নিকট ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা তৈরি করবে বলে মনে হয় না, কারণ দল দুটির মধ্যে ব্যবধান তিনটি স্তরের। তবে এলদেন্সে কেনার ব্যাপারটি কর্নেইয়াকে নিয়ে মেসির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করবে কি না, তা দেখার বিষয়। নিয়ম অনুযায়ী, একই মালিকপক্ষ যদি দুটি ক্লাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার হয়, তবে উভয় দলকে একই বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। চলতি মরসুমে চার ম্যাচের একটিও জিততে না পারায় কদি আগে কোচ ক্লাউদিও বাররাগানকে বরখাস্ত করেছে এলদেন্সে। দুই পরাজয় আর দুই ড্রয়ে আপাতত তারা আছে পয়েন্ট তালিকায় তলানি থেকে তিনে।

ইন্টারের ঝড় সামলে রিয়ালের উল্লাস

তৃতীয় মিনিটেই প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে হানা দিল ইন্টার মিলান, খানিক পর আবার। এমন আশানুরূপ শুরুর মাঝেই বিপর্যয় ডেকে আনল দলটি। তাও একবার নয়, দুইবার! দ্বিতীয়ার্ধে দুই পাশেই উঠল আক্রমণের ঝড়। ব্যবধান কমিয়ে লড়াই জমিয়ে তুলল ইতালিয়ান দলটি, তবে এড়াতে পারল না হার। দারুণ জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করল রিয়াল মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৯ সেপ্টেম্বরঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে মঙ্গলবার রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ২-১ গোলে জিতেছে জুজে মরিনিয়োর দল। কিলিয়ান এমবাপে আয়োজকদের এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান ফেদে ভালভের্দে। ইন্টারের একমাত্র গোলদাতা কার্লোস আউগুস্তো। তিন দিন আগে লা লিগায় রেয়াল বেতিসের বিপক্ষে হেরে যাওয়ায় কিছুটা হলেও বেকায়দায় ছিল রিয়াল। এখানেও শুরুতে কিছুটা চাপেই পড়ে তারা তবে ইন্টারের বারবার ভুলে সেই চাপ আলগা হয়ে যায়। তবুও, দুই গোল হজমের পরও ইন্টার যেভাবে একের পর এক আক্রমণ শাণিয়েছে, তাতে শেষ বাঁশির আগে লড়াইয়ের উত্তাপ কমেনি একটুও। বল দখলে রাখা কিংবা আক্রমণ, দুই জায়গাতেই এগিয়ে ছিল ইন্টার। ৬০ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২১ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। তিবো কোর্তোয়ার দারুণ সব সেভ দলটিকে দ্বিতীয় গোল পেতে দেয়নি। শুরুতে মারাত্মক এক ভুলের পর, পোস্টে দারুণ পারফর্ম করেছেন ইন্টার গোলরক্ষক জোসেপ মার্তিনেজও। তাইতো, রিয়াল তাদের ১৬ শটের আটটি লক্ষ্যে রেখেও আর গোলের দেখা পায়নি। ম্যাচ শুরু হতেই রিয়ালের ডি-বক্সে ভীতি ছড়ায় সেরি আয় গত তিন মরসুমে দুইবারের শিরোপাজয়ীরা। ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে মার্কাস থুরামের জোরাল ভলি আটকে দলকে বিপদে পড়তে দেননি কোর্তোয়া। একাদশ মিনিটে আবারও পরীক্ষার মুখে পড়েন রিয়াল গোলরক্ষক। ডি-বক্সের বাইরে থেকে লাউতারো মার্তিনেজের শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন কোর্তোয়া। এরপরই প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় রিয়াল। চতুর্দশ মিনিটে নিজেদের ডি-বক্সের সামনে পজেশন হারিয়ে ফেলে সফরকারীরা এবং দ্রুত ডি-বক্সে থ্রু বল বাড়ান ব্রাহিম দিয়াস, আর ছুটে গিয়ে প্রথম ছোঁয়ার শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটা তার ৭১তম গোল। প্রতিযোগিতাটির সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় স্প্যানিশ গ্রেট রাউল গন্সালেসের সঙ্গে যৌথভাবে পঞ্চম স্থানে আছেন এমবাপে। দুই মিনিট পর আরেকটি ভালো সেভ করেন কোর্তোয়া। হাকান কালহানোগ্লুর জোরাল শট ঠেকিয়ে বিপদ হতে দেননি বেলজিয়ান গোলরক্ষক। এর কিছুক্ষণ পর আরও বড় ভুল করে বসে ইন্টার গোলরক্ষক এবং তারা পিছিয়ে পড়ে দুই

গোলের ব্যবধানে। ২৩তম মিনিটে কাছ থেকে সতীর্থের ব্যাকপাস পান জোসেপ মার্তিনেজ এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো হুমকিই ছিল না তাদের। ঠিকঠাক বল পায়েও নেন এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক, এরপরই চোখের পলকে ঘটে যায় অঘটন খুব দ্রুত ছুটে আসেন ভালভের্দে, মুহূর্তের জন্য যেন হতবিহ্বল হয়ে পড়েন মার্তিনেজ, তার পায়ে থাকা বলই টোকা দিয়ে জালে পাঠিয়ে দেন রিয়াল মিডফিল্ডার। চার মিনিট পর ব্যবধান বাড়তে পারতো আরও। গতিময় আক্রমণে ভিনিসিউস ও দিয়াসের পা ঘুরে বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন এমবাপে, তবে তার শট নেওয়ার আগেরমুহূর্তে দারুণ ট্যাকলে বিপদ বাড়তে দেননি ডিফেন্ডার ইয়ান বিসেক। বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তের ব্যবধানে একাধিক সুবর্ণ সুযোগ হারায় রিয়াল। একাধিক ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে গোলমুখ থেকে শট নেন এমবাপে এবং সেটা কোনোমতে পা দিয়ে আটকান মার্তিনেজ, আলগা বলে ছুটে গিয়ে জুড বেলিংহ্যামের নেওয়া শটও রুখে দেন গোলরক্ষক। ইন্টারের বিপদ তখনও কাটেনি, বল চলে যায় দূরের পোস্টে, কিন্তু সেখানেও সফল হতে পারেননি দিয়াস। বিরতির পর খেলা পুনরায় শুরু হতেই আবার আক্রমণ শাণায় রিয়াল। দারুণ ক্ষিপ্রতায় বিপজ্জনক পজিশনে চলে যান এমবাপে, কিন্তু শট নিতে মুহূর্ত বিলম্ব করেন তিনি। পরে শট নিলেও তা দৃঢ়তায় আটকে দেন গোলরক্ষক মার্তিনেজ। ৫৬তম মিনিটে দারুণ দুটি সেভ করেন কোর্তোয়া, যদিও পরক্ষণেই ওঠে অফসাইডের পতাকা। এরপরই অবিশ্বাস্য এক সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রাখেন মার্তিনেজ। ডি-বক্সে অসাধারণ নৈপুণ্যে দুইজনকে কাটিয়ে বাইলাইনের কাছ থেকে দূরের পোস্টে বল বাড়ান দিয়াস। বল বুক দিয়ে নামিয়ে শট নেন বেলিংহ্যাম, দিয়াসকে আটকাতে আগেই সেদিকে এগিয়ে যাওয়া মার্তিনেজ দ্রুত ছুটে এসে পা দিয়ে কোনোমতে সেটা আকটান। ফিরতি বল ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হেড করেন ডামফ্রিস। পরের কয়েক মিনিটে দুই পাশেই দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি হয় এবং গোলরক্ষকের নৈপুণ্যে স্কোরলাইনে পরিবর্তন আসেনি। ৬৪তম মিনিটে আলেস্সান্দ্রো বাস্তোনির জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন কোর্তোয়া। দুই মিনিট পর মাঝমাঠে আবার পজেশন হারায় ইন্টার এবং দ্রুত ওঠা পাল্টা আক্রমণে শট নেন এমবাপে, যা রুখে দেন মার্তিনেজ। ৬৮তম মিনিটে দারুণ পাসিং ফুটবলে আবার ভীতি ছড়ায় রিয়াল। বেলিংহ্যাম থেকে ভিনিসিউস, তার থেকে এমবাপে পাস পেয়ে ডি-বক্সে ডান দিকে খুঁজে নেন দিয়াসকে তিনি একজনকে কাটিয়ে জায়গা বানালেও শটটা লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। অনেক সুযোগ নষ্টের পর, ৭৭তম মিনিটে অবশেষে গোলের দেখা পায় ইন্টার। বিসেকের পাস ডি-বক্সে পেয়ে ডান দিকের বাইলাইন থেকে কাটব্যাক করেন লাউতারো মার্তিনেজ, আর প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শটে ব্যবধান কমান আউগুস্তো। নির্ধারিত সময় শেষের আগের মিনিটে আবারও গোল পাওয়ার কাছাকাছি যায় ইন্টার। মিখিতারিয়ানের জোরাল শটে বল একজনের পায়ে লেগে সামান্য দিক পাল্টে লক্ষ্যেই ছুটছিল, দারুণ নৈপুণ্যে সেটা আটকে দলকে জয়ের পথে রাখেন কোর্তোয়া। গত শনিবার সেরি আয় নাপোলির বিপক্ষে দুই গোল খেয়েও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নেয় ইন্টার। এবারও দারুণ পারফর্ম করলেও প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখতে পারল না তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com